চাক্‌মা ভাঝে

রবীন্দ্র

সঙ্গীত

ভাঝ্‌ বদল —

চিত্রা মল্লিকা চাক্‌মা

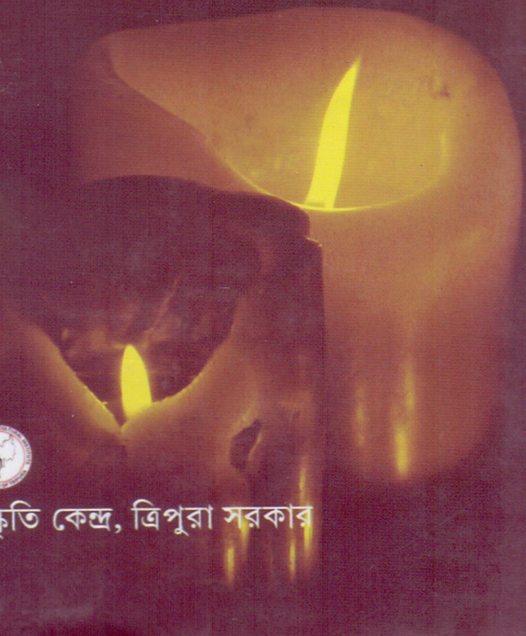

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার

চাক্‌মা ভাঝে রবীন্দ্র সঙ্গীত

ভাঝ্‌ বদল —

চিত্রা মল্লিকা চাক্‌মা

চাক্‌মা ভাঝে
রবীন্দ্র সঙ্গীত

ভাঝ্ বদল —

চিত্রা মল্লিকা চাক্‌মা

স্বত্তাধিকারী ঃ
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতি কেন্দ্র, আগরতলা।

মুদ্রণে ঃ
নিউ ক্যুইক প্রিন্ট, ১১ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা।

প্রচ্ছদ অলংকরণ ঃ
সমর সেন

মূল্য ঃ
১০৭ টাকা

চিনপাদা

ভালোক দিনর আঝা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাগুরোর গীদ চাক্‌মা কধাদি চাক্‌মা ভাঝে অনুবাদ গরিনে আদামে আদামে শহরে বন্দরে লুঙেয় দিবের। যিদু যিদু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী আগন তারাত্যে ২৫ বৈশাখ এলে যেন মনর খুজীয়ে অনুষ্ঠানত মিলি পারন্যোয়, সে উদিজে এ বইবো নিগিলেবার আওজ্ গচ্যঙ্।

এ বইবোত ১০৯(একশ ন বো) গীদ আগন। আমন ভাঝে গীদ গম লাগে আ শুনেদেয়্য সুঞ্জুগ লাগে। সে গম লাগানা আ-সুঞ্জুক লাগানা যুদি এ বইবোত্তুন পা যায় সালেন এ গীত্যনর অনুবাদ গরানা আ ছাভানাগান হামাককায় উঝোল অহ্‌ব।

মর চিদর রিবেঙত্যন আওজ গরিনে এ অনুবাদ। বঝর বঝর অনুবাদ গরি গরি রবীন্দ্র অনুরাগী শিল্পীগুনরে দি পাধা পড়ে। আঝা গরঙ, এ বইবো আহ্‌দত পহ্‌লে সে উনোগান ভরন-ভত্তি ওই উদিব।

এ বইবো অনুবাদ গরানাত আওজ গরি যারা উজেই এচ্যন তারা ওলাক্যে দশদা আদামর কুসুম চাক্‌মা। অনুবাদ গরানার ধককান গুরজন অহ্‌লেয়্য তাত্যন মর শিখে পচ্যে। সুর তাল নয় মিলেদ যেইনে কধাগানি কিজু লরচড় গরা পচ্যে যাত্যে তে অহ্‌লদে রবীন্দ্র সঙ্গীত অনুরাগী ছন্দনীড়, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়র প্রিন্সিপাল, কাঞ্চনপুরর সুনানু দীপমালা নাথ।

সে বাদে এ বইবো ছাভেবাত্যে যারা মত্যে অজিরেন্দি বলাবল দুয়্যন তারা ওলাক্যে 'ধুধুক' কালচারেল অরগানাই-জেশনর প্রেসিডেন্ট সুনানু শান্তিবিকাশে চাক্‌মা আ জেনারেল সেক্রেটারী সুনানু আলোক তালুকদার।

সিয়্যানত্যে কুসুম, মর দীপমালা দিদি, শান্তিবিকাশ আ আলোক তালুকদার, তারাত্যে মর অফুরন্দি চীৎ-দীঘোল পাত্‌তরু রল।

মত বাবা শ্রী বব্রুবাহন চাক্‌মা নবীনছড়া আদামর সমাজর মুরুকবী অহ্‌লেয়্য বাজির শিল্পী আ সংস্কৃতি প্রেমী। বেগত্যন ডাঙর কধা অহ্‌লদে বাবা অমকদ রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনদে গম পায়।

তার তক্ষিন্যায় ১৯৮০ সনত্যন ধরি আদামত রবীন্দ্র সঙ্গীত নাচ, একাঙ্ক নাটক আবৃতি বঝর বঝর চলি এজের।

এ গীত্যনর অনুবাদ লগে ভগবান বুদ্ধর আ বাবা মা-মা'র সেববত্তা মুই মর মাধাত গুজেই এ গঙ্ যেন কোন কিত্যেত কোন কালে থেবরক খেয় থামি ন যায় সিয়্যান বর মাগিনে — বাবা শ্রী বব্রুবাহন চাক্‌মা, মা-মা শ্রীমতি চিকনবী চাক্‌মা

তারা নাঙে এ বইবো মুই মর চিদত্যন উৎসর্গ গরিলুঙ।

২০,১০,২০১৩ ইং

চিত্রা মল্লিকা চাক্‌মা
নবীনছড়া

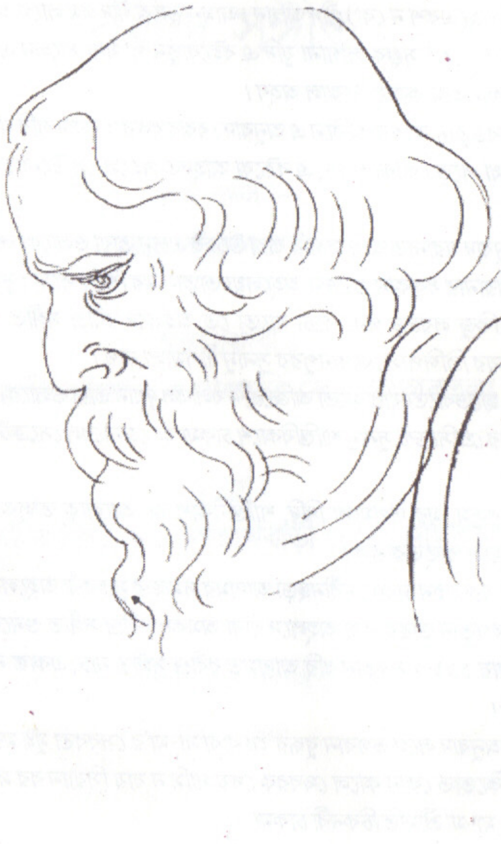

সূচাপত্র

(১)	আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে	১
(২)	অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে তবে তো ফুল বিকাশে।	২
(৩)	আজি পল্লিবালিকা, অলকগুচ্ছ সাজানো বকুলফুলের দুলে,	৩
(৪)	আজি বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,	৪
(৫)	আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।	৫-৬
(৬)	আমি ভয় করব না ভয় করব না।	৭
(৮)	আমি সন্ধ্যাদ্বীপের শিখা,	৮
(৯)	আমি যে আর সইতে পারি নে।	৯
(১০)	আবার শ্রাবণ হয়ে এল ফিরে	১১
(১১)	এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	১২
(১২)	অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ	১৩
(১৩)	এ মণিহার আমায় নাহি সাজে	১৪
(১৪)	এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে	১৫
(১৫)	খোলে খোলে দ্বার, রাখিয়ো না আর	১৬
(১৬)	এখন আমার সময় হল	১৭
(১৭)	ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে	১৮
(১৮)	গানগুলি মর শৈবালেরই দল	১৯
(১৯)	দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে	২০
(২০)	তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলি যাই	২১
(২১)	তোমার হল শুরু, আমার হল সারা	২২
(২২)	দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোক দহন	২৩
(২৩)	নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন	২৪
(২৪)	প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে	২৫
(২৫)	পাতার ভেলা ভাসাই নীরে,	২৬
(২৬)	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি	২৭
(২৭)	ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে	২৮
(২৮)	বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।	২৯
(২৯)	বুঝেছি কি বুঝি নাই বাসে তর্কে কাজ নাই	৩০
(৩০)	বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।	৩১
(৩১)	ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।	৩২

(৩২) ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে ৩৩
(৩৩) মম অন্তর উদাসে ৩৪
(৩৪) যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে। ৩৫
(৩৫) যদি তোর ডাক না শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ৩৬
(৩৬) ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায় ৩৭
(৩৭) আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও। ৩৮
(৩৮ আনন্দধারা বহিছে ভূবনে ৩৯
(৩৯) আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ৪০
(৪০) আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো ৪১
(৪১) আমরা দূর আকাশে নেশায় মাতাল ঘর ভোলা সব যত ৪২
(৪২) আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। ৪৩
(৪৩) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলারে ভাই, লুকোচুরি খেলা ৪৪
(৪৪) আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী। ৪৫
(৪৫) আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন ৪৬
(৪৬) আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে ৪৭
(৪৭) আমি ফিরব নাড়ে, ফিরব না আর, ফিরব নারে ৪৮
(৪৮) আমার বেলা যে যায় সাঁঝ -বেলাতে ৪৯
(৪৯) আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। ৫০
(৫০) আমরা নূতন যৌবনেরই দূত ৫১
(৫১) আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয় গহন-দ্বারে বারে বারে ৫২
(৫২) এসো আমার ঘরে। ৫৩
(৫৩) এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার? ৫৪
(৫৪) এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ। ৫৫
(৫৫) এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায় ৫৬
(৫৬) এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, ৫৭
(৫৭) এখন আর দেরি নয়, ধর্‌গো তোরা হাতে হাতে ধর্‌গো। ৫৮
(৫৮) ও আমার দেশের মাটি তোমার' পরে ঠেকাই মাথা। ৫৯
(৫৯) ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা ৬০
(৬০) ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে ৬১
(৬১) কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে। ৬২
(৬২) কে যায় অমৃতধাম যাত্রী। ৬৩

(৬৩) কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত! ৬৪
(৬৪) কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে! ৬৫
(৬৫) কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস— ৬৬
(৬৬) ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু, ৬৭
(৬৭) চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো। ৬৮
(৬৮) চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। ৬৯
(৬৯) জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়। ৭০
(৭০) জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো। ৭১
(৭১) তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে ৭২
(৭২) তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম ৭৩
(৭৩) ভুবনজোড়া আসনখানি ৭৪
(৭৪) দুই হৃদয়ে নদী একত্র মিলিল যদি ৭৫
(৭৫) দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে ৭৬
(৭৬) দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে। ৭৭
(৭৭) দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই থেক। ৭৮
(৭৮) নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর হে গম্ভীর! ৭৯
(৭৯) পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে ৮০
(৮০) পথে পথে ডেকেছিল মোরে। ৮১
(৮১) ফাগুনের নবীন আনন্দে ৮২
(৮২) ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও বাহিয়া বিফল বাসনা। ৮৩
(৮৩) ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হতে। ৮৪
(৮৪) বরিষধরা-মাঝে শান্তির বারি ৮৫
(৮৫) বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী। ৮৬
(৮৬) বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা— ৮৭
(৮৭) বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি! ৮৮
(৮৮) বিশ্ব যখন নিদ্রাগমন, গগন অন্ধকার, ৮৯
(৮৯) বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ। ৯০
(৯০) ভালোবাসি, ভালোবাসি— ৯১
(৯১) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা। ৯২

(৯২) মেঘেরা চলে চলে যায় চাঁদেরে ডাকে 'আয়, আয়'। ৯৩
(৯৩) রোদন ভরা এ বসন্ত সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে। ৯৪
(৯৪) রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে ৯৫
(৯৫) শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে। ৯৬
(৯৬) শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান। ৯৭
(৯৭) শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়। ৯৮
(৯৮) সবারে করি আহ্বান — ৯৯
(৯৯) সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা। ১০০
(১০০) সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান ১০১
(১০১) স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি— ১০২
(১০২) সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি। ১০৩
(১০৩) হে ক্ষণিকের অতিথি, ১০৪
(১০৪) হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন-মনে। ১০৫
(১০৫) হে নবীনা, ১০৬
(১০৬) হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে। ১০৭
(১০৭) অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে ১০৮
(১০৮) আসা-যাওয়ার মাঝখানে ১০৯
(১০৯) আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে ১১০

(১)

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি উর্ধ্বে ভাসে।
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে।

ভাঝ্ বদল —

ম'র মুক্তি পহ্রে পহ্রে এ আগাজে,
ম'র মুক্তি ধুল্যয় ধুল্যায় ঘাজে ঘাজে।
কেয়্যেমনর দূর-হ্ভলায় আহ্রেয় ফেলাঙ আমনরে,
গীদ সুরে ম'র মুক্তি উজন্যা ভাজে।
ম'র মুক্তি বেগ লঘে চিদ সেরে
দুঘ্ অবিপদ হিয়্যা ন গরি আগাত্যা কামে।
গোজেনর পূজোশালত আত্মবলি আগুনে জ্বালেয়
জনম য্যেন দুয়্যঙ্ উচ্ছরেই মুক্তি ধারাজে।

(২)

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে।
তবে তো ফুল বিকাশে।
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।
ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও হৃদয়-রতন আশে।
ফিরে এসো, ফিরে এসো-বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে।

ভাঝ্ বদল —

ভঙর বার বার ফিরি যায়, ভঙর বার বার ফিরি এযে
তে দ ফুল ফগদাঙে।
কলি ফুদিবের চায় ,ন ফুদে, মরে লাজে, মরে ডরে।
ভুলি মান অগমান দিবে মন পরাণ, রেদেদিনে থাকনা কুরে।
ও আঝা ছাড়ি তুয়্য আঝা রা ঘাজ চিদর-মানেক্য ধারাজে।
ফিরি আয় না, ফিরি আয়-বন আহ্গোলপাগোল ফুলবাজে
এচ্যে বেলগদুঘদিন, ফুট্যেফুল শির-পানিয়ে ভাজেই।

(৩)

আজি পল্লিবালিকা, অলকগুচ্ছ সাজানো বকুলফুলের দুলে,
যেন মেঘরাগিনীর চিতকী সুর দুলানো কর্ণমূলে।
ওরা চলেছে কুঞ্জচ্ছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোল-উচ্ছল গীতিকায়
বেণু মর্মরমুখর পবনে তরঙ্গঁ তুলে।
আজি নীপশাখায়-শাখায় দুলিছে পুষ্পদোলা,
আজি কূলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা-কররোলা।
মেঘপুঞ্জ গরজে গুরুগুরু বনের বৃক্ষ কাঁপে দুরু দুরু
স্বপ্নলোকে পথ হারাণু মনের ভুলে।

ভাঝ্ বদল —

এচ্যে হিল্লোমিলেবো মেঘগোঝা সাজনে বকুলফুল্লোয় দুলেয়নে,
য্যেন মেঘরাগিনীরচিদত কী সুর আভারায় কানগোড়াত।
তারা দ যাদন ভঙরগীদর গাঝসেরেদি আহ্জি খলক খলক পেলাঙ গীদকধায়
বাজীর নোনেইনি নিগিলে উঙুদো তুলি।
এচ্যে কদম ডেলায় ডেলায় দুলের ফুলর দুলোন,
এচ্যে পাড়ে পাড়ে উড়োকধা, যমুনা গোঙানিয়ে।
মেঘখানি গুজুরে গুমগুমেই, ঝারর বুক থত্থরে দুম্দুমেই
স্ববনদেঝত পথ আহ্রেয়্যে মনর ভুলে।

(৪)

আজি বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে বড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্যকে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গঁ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল
হৃদয়-মাঝে জাগল পালগ আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।

ভাঝ্ বদল —

এচ্যে পানি ঝরের তেদের তেদের ভরন বারিজেত,
আগাজ -ভাঙি বেয়াল গরি কুদু তে নেই দিয়্যা।
শাল তারুমত থেগেয় থেগেয় ঝড়ান এজে সজেয় সজেয়,
পানি ধাবা দে, এন্দি উন্দি খলার উরে।
এচ্যে মেঘে জট পাগেয়নে কন্না নাজেত্যে
ও ঝড়ে দ মর ধাবা দে মন, লুট্যেদে তুবোলে
বুক পেলাঙ্ বেই উঙুদি মর কা ঠেঙত পড়ে।
চিদত এচ্যে কী জাগুলুক, দুয়ারে দুয়্যরে ভাঙিল কেবার
পরাণ-ঘরান ওলো ঝোলো এচ্যে ভাদদিন্যে।
এচ্যে এদক গরি কন্না ভঙের বারে আ ঘরে।

(৫)

আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো সকালবেলার মল্লিকা
আমায় চেন কি।'
'চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ
বনে বনে ওড়ে তোমায় রঙিন বসন্তপ্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।'
ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন করে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি,
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি;
আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে,
যাব ঝরা ফুলের রথে
বেদন জাগে গো
না চিনিতেই ভালোবেসেছি।
যখন লুকিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধুলার পথে
তখন সঙ্গঁ কে লবি'
'লব আমি মাধবী।'
যখন বিদায়-বাঁশীর সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে
সঙ্গে কে রবি।'
' আমি রবো উদাস হব ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।
'বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।'

ভাঝ্ বদল —

'মুই পথ আহ্‌রেয়্যে পখ এচ্যঙ্যে
সাঝমাদনের চামেলী আ, বেনমাদানর মল্লিকা
মরে চিনস নি।'
'চিনঙ্ তরে চিনঙ্ নুয়্য পখ
বনে বনে উড়ে দতর রঙচঙ্যে বজন্দ পেছ্য।
ফাগোন পোথ্যার উবচ্ছালা বো, চৈদ-রেদোর ফাত্তোবী
তঅ্ পখানত আমি ভাঝিত্যে।'
'ঘর ইরছে এ পাগল্যরে এদক গরি কন্না জাগে
নোনেয়্যে গুনগুনেই,
যেকেক বাজেয় বীণা বন পধে বেড়াই সাজুরি।'
মুই তরে ডাকঙত্যে ও ফাত্তবী,
মুই আমর ফলহড়া।
তরে চোখে দেবার আগে তঅ্ স্ববনান চোঘোত লাগে,
যেমমে ঝচ্যে ফুল রধে
দুঘ ফুদেদে বো
ন চিনদে পোচ দ পেয়ঙ্যে।
যেক্কে ফুরেয় মাদান শেঝ গরি খারা তাত্যে ধূল্যে পধে
সেক্কে সমার কন্না অহ্‌ব'
'ওম্যে মুই মাধবী।'
যেককে বিদেয়-বাজির সুরে সুরে শুগুনো পাদা যেব উড়ি
লগে কান্না থেব।'
'মুই থেম্যে ফাত্তো ওইনে, ও ফাওবী,
মুই গাবুর সানেই বী।'
বজন্দর এ দোল ছিদেয়নে বিদেয়-পোড়া উজুলেই উদে
ফাগোন দিনত দে
কানানি ভত্তি আহ্‌জি আহ্‌চ্যঙ্যে।'

(৬)

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না।
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না ঘরের কোণে সরব না।

ভাঝ্ বদল —

মুই ন ডরেম দ ন ডরেম।
দিন-মাদান মরিবের আগে ন মরিম, ভেই, ন মরিম।
নৌ গান বেদঅ্ গেলে সেরে সেরে তুবোল খেলে
সিয়্যানত্যে আহ্‌ল ইরি দিনে ন ধরিস্, কাঁনাকুদি ন ধরিস।
আগাত্যো যিয়্যেন সিয়্যেন গরা পড়ে মাধা তুলি থেম এ ভবত
উজু পধে আহ্‌দিম ভাবি ফেগ উরে ন পড়িম।
ধর্মগান ম মাধাত রাগেয় চলিম সিধে পথান চেইনে
বিপদ যুদি লুঙেগি দে ন ধেম্মে ঘর কুনত্যন ন ধেম্মে।

(৭)

আলো আমার, আলো ওগো আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা।
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও বাই যায় না মানিক গোনা
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নির্ঝর-ঝরা ·

ভাঝ্ বদল —.

পহ্‌রে মর দ, পহ্‌রে দ পহ্‌রে বজম্-ভরা
পহ্‌রে চোখ্যুন-ধোয়ে দ মর পহ্‌রে পরাণ কারা।
নাজে পহ্‌রান নাজে, ও ভেই ম পরাণর কায়দি
বাজে পহ্‌রান বাজে, ওভেই, মন বীণা বোর সেরে
জাগে আগাজ, বোয়নে বোয়ের,আহ্‌জে গোদা বজম।
পহ্‌রর গঙে পাল তুল্যন্যে আহ্‌জার পত্তাপত্তি।
পহ্‌র উঙুদোয় উঠ্যন নাজি মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভেই , ন যায় মানিক গনা
পাদায় পাদায় আহ্‌জি ও ভেই, খুজির উচ্চো-ফুচ্চো
সুরগাঙর পাড় ডুবিনে পিয়্যেই-নোনেই-ঝরে।

(৮)

আমি সন্ধ্যাদ্বীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাট-মাঝে পরাণু রাজটীকা।
তার স্বপনে মেণে আলোর পরশ জাগিয়ে দিল গোপন হরষ।
অন্তরে তার রইল আমার প্রথম প্রেমের শিখা।
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে নিখিল ভূবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব ক্ষণিক মরীচিকা।

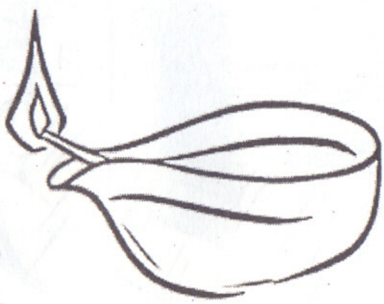

ভাঝ্ বদল —

মুই দ সাঝন্যা চেরাগ জ্বিল
আন্ধারমায় কবালানত দিলুঙ রাজ টীকা।
তার স্ববনে মর পহ্‌র বাজিনে জাগেয় দিল গুবেয়্যে খুজি,
চিত্তেনত তার রল দ মর পৈলে প্রেমর সিন।
মর জন নেই মেলানত
বড়হলগরতল ন দ অহ্‌য় উবোল পেঘোর হিজিক-খাজাগে।
যেক্যে গাবুর বেলর ঠেঙানি -গেয়নে বেক দুনিয়েন উদিব জাগি
সেক্‌কে দ মুই মিলেয় যেম্মোয় হাক্যন্যে হড়ল্যে সদগে।

(৯)

আমি যে আর সইতে পারি নে।
সুরে বাজে মনের মাধে গো, কথা দিয়ে কইতে পারি নে।
হৃদয়লতা নুইয়ে পড়ে ব্যথা ভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে।
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো পুলক-লাগা আকুন মর্মরে।
কোন গুনী আজ উদাস প্রাতে মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে গো
ঘরে যে আর রইতে পারিনে।

ভাঝ্ বদল —

মুই দ আর সই না পারঙর
সুরে বাজে মনান সেরে দ, কধা দিনে কোয় ন পারঙ্যে।
পরাণলুদি লুঙি পড়ে দুঘে ভরা ফুলর ভরে দ,
মুই দ সিয়্যেন আর ন জিনঙত্যে।
এচ্যে মর এ মনানত
কী আহ্ ভালোয় লারেই দিল দ উচ্চো উদি বেয়াল শনশনেয়।
কন গুণী এচ্যে ফরেয়্যে পোথ্যা মীড় মিলেয়ো কন বীণেবত দ
ঘরত দ আর থেয় ন পাঙত্যে।

(১০)

আবার শ্রাবণ হয়ে এল ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য হারায়, হারায় তারা, আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর তীরে।
সকল আকাশ সকল ধরা বর্ষণেরই বাণী-ভরা।
ঝরো ঝরো ধারায় মাতি বাজে আমার আঁধারে রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।

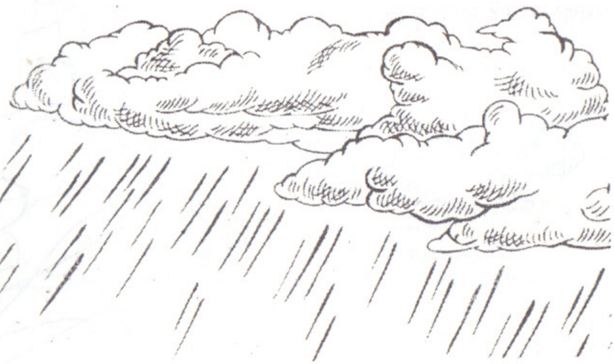

ভাঝ্ বদল —

আর দ শাওন ওইনে এল ফিরি
মেঘ পেছ্যোয় নিনে ঘিরি।
বেলান আহ্রায়, আহ্রায় তারা, আন্ধারেয্য পথ অহ্য় আহ্রা,
উুঙুদি উঠ্যে দ গাঙর পানি।
গোদা আগাজ গোদা বজম্ বারিজেরই নাগরে ভরা।
ঝঝর ঝঝর গরের বেয়াল বাজের মর দ আন্ধার রেদে,
বাজে মর দ রগে রগে।

(১১)

এই কথাটাই ছিলেন ভুলে
মিলব আবার সবার সাথে ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে
অশোকবনে আমার হিয়া ওগো নূতন পাতায় উঠবে প্রিয়া,
বুকের মাতন টুটবে ভাঁধন যৌবনেরই কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন-ররির-বাণী-ভরা আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে ওগো ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

ভাঝ্ বদল —

এ কথানই ফেল্যাঙ ফুরি
মিলিবঙ আর বেগ লগে ফাগোনার এ ফুলে ফুলে।
পেঙফুল বনত মর এ কেয়্যে ও নুয়্য পাদানিত উদিব জিয়্যেই,
বুগু তলপল্যেয় ছিনিব বান গাবুররই কূলে কূলে
ফাগোনর এই ফুলে ফুলে।
বাজিলোয় গীদ উদিব উবেয়
নুয়্য-বেলানে-মাদিব-ভরেয় দেবার-বীণের সোনার সুরে।
ম মনানে বেক কুণেদি ও ভরেয় দেবা পহ্‌রর-ধনে,
কানানা আহ্‌ঝির বানে পানি উদিব আর দুলি দুলি
ফাগোনর এই ফুলে ফুলে।

(১২)

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ
কত চন্দ্রতপন ফিরিছে বিচিত্রালোক জ্বালায়ে
তুমি কোথায় তুমি কোথায়?
হায় সকলই অন্ধকার-চন্দ্র সূর্য সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত।
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে সুন্দর মোর নাথ
মদুর প্রেম আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারি প্রকাশে।

ভাঝ্ বদল —

নিধুজী আগাজে অগণ্যে সদক, কদ গ্রহ উপগ্রহ
কদ চান বেল ফিরের বাবত্যা পহ্‌র জ্বালেয়নে
তুই কুদু তুই কুদু?
আঁ বেগই দ আন্ধার -চান বেল গোদা সদক,
আন্ধার বেককিঝু গোদা দুনিয়েত।
তরে বার গরানা চিদর -সেরে দোল মর গোজেনে
মিদেয়্যে পোচপানা পহ্‌রে তর-ই নোনেয়ানে তরে
ফগদাঙে।

(১৩)

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিড়ঁতে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে, সুরতো নাহি সরে
ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে।
তাই তো বসে আছি,
এ হার তোমার পড়াই যদি তবেই আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে বরিয়া লও মোরে
তোমার কাছে দেখায় নে মুখ মণিনালার লাজে।

ভাঝ্ বদল —

এ চিকসরায় মরে নয্য সাজে
ইবেরে পিন্যে গেলে বাজে ইবেরে খুলদ গেলে ডগরে।
গত্তনা যায় বানদিয্যা, সুর ব দ ন লরে
উন্দি দ মন পড়ি থায়, মন ন বজে কামত।
সেত্যে দ বোয় আগঙ,
এ হারব তরে পিনেঙ যুদি সালেন দ মুই বাজঙ্।
ফুলসরা গাদেয় গজি ল না মরে
তরে দ মুই ন দেঘাঙ মুয্যন চিকসরাবোর লাজে।

(১৪)

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে
তোরা আমায় বলে দেঁ ভাই, বলে দেরে।
ফুলের গোপন পরান-মাঝে নীরব সুরে বাঁশি বাজে
ওদের সেই সুরেতে কেমনে মন
হরেছে রে।
যে মধুটি লুকিয়ে আছে, দেয় না ধরা কাছে কাছে,
সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

ভাঝ্ বদল —

এ মূ-পূককুনরে ঘরছাড়া কন্না গল্য দে
তুমি মরে কোয় দ্য না, ভেই, কোয় দ্য না।
ফুলর, গুবেয়্যে পরান-সেরে অলর সুরে বাজি বাজে
তারার সেই সুরে দ কেযান গরি মনান কাড়ি নিয়্যেদে।
যে মধুগান লুগেয়্যে আগে, ধরা ন দে কার সিদু।।
সে মধুনত কেযান গরি মনান ভচ্যে দ।

(১৫)

খোলে খোলে দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এস দুই বাহু বাড়ায়ে।
কাজ হয়ে গেছে সারা উঠেছে সন্ধ্যা তারা।
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে।
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি
সেজেছ কি শুচি দুকুলে।
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল
গেঁথেছ কি মালা মুকলে।
ধেনু লয়ে গেটে ফিরে, পাখিরা এসেছে নীড়ে
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।

ভাঝ্‌ বদল —

খুলো খুলো দুয্যর ন থয্য না আর
বারেদি মরে থিয়েইনে।
দে সমত দে ইন্দি ফিরি চা
আয় না দ্বি-য়েন বাড়া বাড়ে ইনে।
কাম দ ওই যেয়্যে সারা উত্যন সাঝন্যে তারা
পহ্‌রর নৌ ওই গেল দিয়্যা
ডুবন্দিদোয্যা পার গরেই।
ভরি লোয়নে তামুলুক আন্যচ নাকি পানি
সাজচস্‌নি সিজি রঙ্‌ কাবড়ে।
বান্যচনি চুল, তুল্যচানি ফুল
গাদেয়্যচনি, মালা কলিলোয়।
সরমা বো এল উড়োত পেখ্যুন এচ্যন বাআত্‌,
পথ এল যদ জুড়িনে জগখান
আন্ধারত যেয়্যে আহ্‌রেয়নে।

(১৬)

এখন আমার সময় হল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা, আলোছায়ায় হল খেলা
স্বপন যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দূরের গানে
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদুর, ওগো মধুর, পথ বলে দাও পরাণ বধূব
সব আবরণ তোলো তোলো।

ভাঝ্ বদল —

ইক্যো দ মর অক্ত অহ্ল
যেবার দুয়্যরান খুলো খুলো
অহ্ল দেঘা, অহ্ল মেলা, পহ্রে ছাভায় অহ্ল খারা
স্ববন যিয়্যেন সিয়্যেন ফুরি ফেলা।
আগাজ ভরে দূরর গীদে;
আমুন্যে দেঝে পরান টানে।
ও দূর-লাঙেল ও মিদেয়্যে, পথান কোঁয়দে পরান পেবার
বেক ঢাক্যেনি তুলো তুলো।

(১৭)

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায়
তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল গো, বাজল সে সুর আমার
প্রাণের তালে-তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিন- হাওয়া দিশাহারা আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোন আমার প্রাণে রঙের হিলোল
মর্মরিত মর্ম গো,
মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে।

ভাঝ্‌ বদল —

ও মর জুন পহ্‌রান এচ্যে ফাগোনার সাঝন্যা হেনে
ধরা দিয়্যেদে তে মরে, পাদায় পাদায় ডেলায় ডেলায়।
যে গীদ তর দ সুরর নালায় পেলাঙ বায়দে তারায় তারায়
ম উদনত বাজিল দে, বাজিল সে সুর ম পরানত তালে-তালে
বেগ কড়িগুন ফুদি উত্যন ত আহ্‌জিবোর ইজিরেদি।
দঘিন আহ্‌ভায় দিজে আহ্‌রা ম ফুলুনর তুস্বাচ বিলেয়
ধলপহ্‌র তুই গল্যে তাবোল
ম পরানান রাঙেয় দুলের
ঝনঝনায় দিয়্যা চিদত দ,
চিত্তেনত মর বেরেয় আগে তর আহ্‌জির জালে।

(১৮)

গানগুলি মর শৈবালেরই দল
ওরা বন্যাধায়ায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে, অকারণের হাওয়ায় দোলে
চিহ্নকিছুই যায় না রেখে, পায় না কোন ফল।
ওদের সাধন তো নাই, কিছু সাধন তো নাই
ওদের বাঁধন তো নাই, কেনে বাঁধন তো নাই
উদাস ওরা উদাস করে গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে যাওয়ার স্রোতের পরে করে টলোমল।।

ভাঝ্ বদল —

গীত্যুন দ মর হজত্তির দল
তারা বানর-গঙে পধ দ আহ্‌রান
উদোম তলপল্ল্যে।
তারা কিত্যে এজন যান আ আহ্‌দন আবাদাচ্যে আহ্‌ভায় দুলি
চিন্ন কিছ্যু থোয় দ ন যান, ন পান কোন ফল।
তারার সাধন দ নেই কিছ্যু সাধন দনেই
তারার বান উয়্য দ নেই, কন বান উয়্যদ নেই।
ফাত্তো তারা ফাত্তো গরি ঘরছাড়া পধ রলৈ
ফুরি ফেলেয় গঙানিয়্যে গরে ঢুলঙ্-ঢালঙ।

(১৯)

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে।
এ পথে যখন যাবে আঁধারে চিনিতে পারে
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।
আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাচ্ছে শেষরাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে।
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে।

ভাঝ্ বদল —

চেরাগ নিবি যেয়্যে মর, নিঝি-বোয়্যেরে
লারে লারে এইনে তুই ন যেচ না ফিরি।
এ পধেদি যেক্যে যেবে আন্ধারত চিনি
নি পারে
রজনীগন্ধার তুম্বাজে ভচ্যেদে মন্দিরান।
মরে উদিব মনত কখ্যে সিয়্যানে
দিবরে দিবরে মুই গীদ গেয় জাগঙ।
ডরাত্যে শেঝরেদত ঘুম এজে
চোঘপাদাত
ওয়েচ্যে 'র' লোয় মর সুর ফুরেলে যুদি।

(২০)

তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলি যাই
দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই।
সে-সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে রেড়ায় কেবল সুখে
গভীর বুকে
যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই।
বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে
ফেটে যাবে, ঝরে যাহে দখিন-বায়ে।
একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর আলোতে
প্রাণের স্রোতে
অন্তরে সেই গভীর বয়ে বেড়াই।

ভাঝ্ বদল —

তঅ্ দুয়্যরত কিত্যে এজঙ্ ফুরি ফেলাঙ
দিনর শেঝে ঘরত এইনে লাজ দ পাঙ্যে।
সিয়্যানি চানা সুঘে দুঘে, ভাজি বেড়ায় বানা সুঘে
গভীন পুগে
যে চেবারান গুব্যেয়্যে তার কধায়্য নেই,
আওজোর বেক বান্যেগানি কলির কেয়্যেত
ফাদি যেব, ঝরি যেব দঘিন -'ব' লোয়।
একখান চেবার ভিদরত্যুন ফুদিব তর দ পোথ্যা-পহ্রে
পরাণ গঙে
চিত্তেনত সে গভীনান বোয় বেড়াত্যে।

(২১)

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা
তোমার জ্বলে বাতি, তোমার ঘরে সাথি
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা।
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়, আমার হাতে ক্ষয়
তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা।

ভাঝ্ বদল —

তর অহ্‌ল ফাঙ, মর দ অহ্‌ল সারা
তর আ মর মিলি ইঙিরি বেব ধারা।
তর দ জ্বলে চেরাগ, তর দ ঘরত সমার
মত্যে অহ্‌ল্যে রেত্তো, মত্যে ওলাক তারা।
তর দ আগে ডাঙা, মর দ আগে পানি
তর দ বজি থানা, মর দ এযানা যানা
তর দ আহ্‌দত থায়, মর দ আহ্‌দত ক্ষয়
তর দ মনত ডর, মর দ ডর আহ্‌রা।

(২২)

দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোক দহন
গেয়ে চলি তবু তার করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তার অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি, আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহি রে।
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না যে ম্রিয়মান।

ভাঝ্ বদল —

দীঘোল জনমপথ, কদ দুঘোজ্বালা, কদ জ্বালা-পোড়া
গেই যাঙ তুয়্য তার নোনেয়্যর গীদ।
খুলি থয়্যে তার অমৃত ঘর-দোর
আহ্মন্যে ফুরেব, চোঘপানি পুজিনে, এ পথানর অহ্ব থুম
দূর-লাঙেলে চেইনে, খুজির গীদ গাঙ্যে
ইত্তুগ জ্বালা-পোড়া নেই নেই দ।
ক্ষয়নেয়্যে মত্যঘর যার কিয়্যর চিন্দে তার
নিমেজর চিগোন জ্বালায় ন দ ওম থখচ্যে।

(২৩)

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন
জম্বু পুঞ্জে শ্যাম বনান্ত বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থ থরা কান্তবিরহকান্তারে।

ভাঝ্ বদল —

ঝিমিত্তানরছাভা, উচ্চো-উত্যে কদম্ববন
জম্বুতঘাচ্যে এহ্ইল ঝারত তারুমবনর
নিগুঢ়্-তুম্বাচ।
আলচ্যে নুয়্য এহ্ইল মেঘত ছিদেয় দূর-লাঙেলে।
চিত্তেনে মর পধ আহ্রেয়্যে আওজোআগাত্যা দুঘে।

(২৪)

প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে
মিলনমালার ডোর ছিঁড়িয়া ফেলে।
পড়ে যা রহিল পিছে সব হয়ে গেল মিছে
বসে আছি দূর-পানে নয়ন মেলে।
একে একে ধূলি হতে কুড়ায়ে মরি
যে ফুল বিদায়পথে পড়িছে ঝরি।
ভাবিনি রবে না লেশ সে দিনের অবশেষ
কাটিল ফাগুনবেলা কী খেলা খেলে।

ভাঝ্ বদল —

পোথ্যা- পহ্‌রানরে মর কাঁনেয় গেলে
মিলনীসরাবোর ডরি ছিনি ফেলেয়নে।।
পড়ি যা রল পিঝে বেক ওই গেল মিঝে
বজি আগঙ দূরত রিনি চোখ মেলিনে।।
ইকেকা ইকেকা ধূল্যেত্যুন পেদানে মরঙর
যে ফুল যেবারপধে পড়েত্যে ঝরি।
ন ভাবঙ ন রব মাজারা সে দিন্যের
শেঝেদি
কাদিল ফাগোনমাদান কি খারা খোয়নে ।

(২৫)

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে,
পিছন-পানে চাই নে ফিরে।।
কর্ম আমার বোঝাই ফেলা খেলা আমার চলার খেলা।
হয়নি আমার আসন মেলা ঘর বাঁধিনি স্রোতের তীরে।
বাঁধন যখন বাঁধতে হবে
ভাগ্য আমার তখন হাসে।
ঘীলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে পথ যে টেনে লয় আমাকে
নতুন নতুন ঝাঁকে ঝাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে।

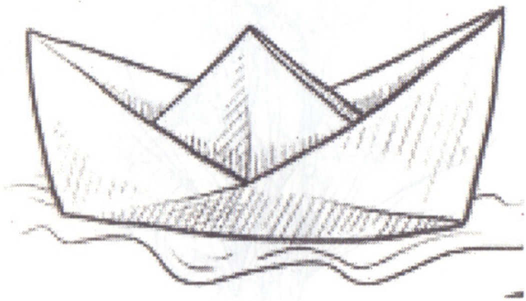

পাদার ভূড়বো ভাজাঙ পানিত
পিছ্য হিত্যে ন চেয় ফিরি।
কামানি মর আদঙ ফেলা খারা মর দ আহ্দানা খারা।
ন দ অহ্য় মর আসন মেলা ঘর ন বানাঙ্ গঙর হুরে।।
বানাহ্ন যেকেক বাহ্না পড়িব
ভাগ্য মর দ সেকেক আহ্জিব।
ধূল্যে-উড়ো আহ্ ভার ডাগে পধে টানি লয় মরে
নুয়্য নুয়্য তেগে তেগে গীত্যন দি যাঙ্ বজম পুদিরে।।

(২৬)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি।
বসন্তের ফুলের পরাশে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিক কাকলিতে যেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্ল সপ্তমীর তিথি।
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝরকল্লোলে,
দক্ষিণ সমীরণে ভাসে, পূর্ণিমা জ্যোৎস্নায় হাসে
সে আমারি স্বপ্নে অতিথি।

ভাব্ বদল —

সাদেয়্যে জিংকানির ডুবন্দিহেনে ওয়েচ্যে মিলেয় যে ইদোদী
বুজি-এচ্যে সে ছাভাবো রঙ্ লিবি দে ম গীদে।
বজন্দর ফুল রজে যে রঙ জাগে
ঘুম- ভাঙ্যে হুগিলের নোনেয় রবোয় যে রঙ বাজে
যে রঙান পিয়ালছাভায় লঙায় শুক্লসপ্তমীর
তিথিদ।
সে ছাভা লাড়া খায় রাঙচ্যে উঙুদোয়
সে ছাভা মিঝি যায় তামঝাঙ ধুদুগে
দঘিন বোয়েরে ভাজে, পুন্নিমা জুন্পহ্রে আহ্জে
তে মর দ স্বপনর গরবা বো।

(২৭)

ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা পাগল পালাশ পারিজাতের বুকের পরে।
সেইখানে মোর পরাণখানি যখন পারি বহে আনি,
নিলাগ-রাঙা পাগলে রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে।
বাহির হলেম ব্যাকুলি হাওয়ায় উতল পথের চিহ্ন ধরে
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরব তোমায় কেমন করে।
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে রবে, তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে।

ভাঝ্ বদল —

ফাগোন-আহ্ভায় রঙে রঙে পাগল আবরঙ লুগেয় ঝরে
গোলাপ জবা পারুল মাদাল পারি জাদর বুগু উ'রে।
সিদুই দ মর পরানান যেকেক পাঙ বোয় আনঙ্যে,
নিলোজ-রাঙা পাগল রঙে রাঙেয় নিনে ধগে ধগে।
নিগিলিনে মহ্নজা আহ্ভার নিবুলী পধর মাজারা ধরি
ও তুই রঙর পাগল, ধত্যুঙ তরে কেযান গরি।
কন আন্দলত লুগেয় থেবে,
তরে যুদি ন পাঙ সেকেক
লো-গানে মর ত ঠেঙানির রঙ বাজিল
কিত্যে ভিলি।

(২৮)

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন সুদুরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি।।
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো-
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি।
উদাস-করা হৃদয়-হরা না জানি কোন জকে
সাগর পারের বনের ধারে কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে যেতায় গো-
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যাথায় কেন সে দেয় ফাঁকি।

ভাঝ্ বদল —

বনত যুদি ফুদন ফুলুন নেই কিত্যে সে পেখ্য।
কন ভালুদ্দুরর আগাজত্যুন আনিম তারে ডাগি।
আহ্ভায় আহ্ভায় উগুরো-ফর্গা পাদায় পাদায় নাজা
লাগে দ
এদক মিদেয়্যে গীদর লক্কে তে বানা থায় বাগি।।
ফাত্তো-বানায় চিৎতান-ণেযায় আবাদাচ্যে ডাগে।
দোর্য্যা কুলর ঝারর হুরে কন্যা ভুলেল তারে।
মর দ সিদু ফাগোন আহ্ত্যে
নিত্যি নিত্যি ডাগে সিয়্যানে দ
এযান রেদোত বেয়াল দুঘে কিত্যে তে দে ফাগি।।

(২৯)

বুঝেছি কি বুঝি নাই বাসে তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই।
ভোরের আলোয় নয়ন ভ'রে নিত্যকে পাই নূতন করে,
কাহার মুখে চাই।
প্রতিদিনের কাজের পথে করতে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান, করেছে আন্‌মনা।
হৃদয়ে মোর কখন জানি, পড়ল পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই।

ভাঝ্ বদল —

বুচ্যাঙ্ নে ন বুঝঙ সে সোলে কাম নেই,
গম দ মুই পেয়্যঙ্যে রল সে কধানই।
পোথ্যা পহ্‌রে দ্বি-চোখ ভরি অনসুর পাঙ্যে নুয়্য গরি,
কা মুয়্য হিত্যে চেই।
দিনমাগেনের কামর পধত গরতে
উজোনলামোন
কানত দ মর লেবেদেয় গীদ গচ্যেদে মন মহ্‌নজা।
চিত্তেনত মর কখ্যেনে যে পল্য ঠেঙর মাজারানি
রিনি চাঙ্ সিয়্যানত্যে।

(৩০)

বিহর মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা অধীর অদর্শনতষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে।
সুদূরের সুগন্ধধারা বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা ঘুরে মরে।
করি বাণী কোন সুরে তলে মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীর-রাজি সাথে সাথে।

ভাঝ্ বদল —

ফারগ মিদেয়্যে অহ্‌ল এচ্যে মিদেয়্যে রেদোত
গভীন রাগিনী উদে বাজি পীড়েগানত।
ভত্তি পুন্নিমারেত নসয়্যে নদেখ্যে অহ্‌রানে
কী নোনেয়্যে হড়ল্যে সদক আনে চোঘপাদাত।
দূর-লাঙেলর তুম্বাজনাল বয়্যেরে ভরি
পরানানে পথান আহ্‌রেয় ঘুরি মরে।
কা কধা কন সুর তালত মর্মচ্যে গজেয়্যে জালে,
ডগরে ম ঠেঙর খারুর লগে লগে।

(৩১)

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক জয়।
এসো দুঃসহ এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমারি তূর্য বাজে
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়।

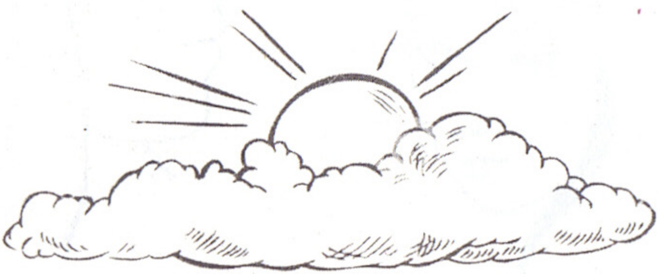

ভাঝ্ বদল —

ভাঙিনে দুয়র লুঙ্যেগী বলীরসদক, তরই ওক জয়।
আন্ধার কাদি উদি উজন্যা, তর-ই ওক জয়।
ও জিত্যে বলী, নুয়্য জনমর পোথ্যা
নুয়্য আঝার আহ্ত্যের ত আহ্দত
কাজর ভিদিরে কাজা ভারি আঘাত্যা কুবে
আয় না ন সয়্যে আয় আয় ওমি, তর ই ওক জয়।
পোথ্যাবেলান, এলে দ গরগচ্যে গরি,
দুঘর পধত তরই দ শিঙে বাজে
বেলরআগুনন জ্বালানা চিত্তেন সেরে, মরনান ওক সমার।

(৩২)

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো- তোমার
চরণমঞ্জীরে।
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি-তোমার
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখী-তোমার
কনককঙ্কণে।
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রেখো-তোমার
অলক বন্ধনে।
আমার স্মরণ শুভ সিন্দুরে
একটি বিন্দু এঁকো
ললাট চন্দনে।
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো-তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ে-তোমার

ভাঝ্ বদল —

পোচপেইনে বোনি খাদিবে যত্যনে
ম নাঙান লিঘিচ-তর
মনর মন্দিরত।
ম পরাণানত যে গীত্য বাজে
সিয়্যানর তাল্য শিঘিচ-তর
ঠেঙর খারুনিত।
ধরিনে রাঘেবে মেয়্যের বান্যোয়
মর খরখচ্যে পেখ্য -তর
প্রাসাদ উদনত।
মনত গরি বোনি, বানিনে রাঘেজ
মর আহ্দঅ রাখী-তর
সোনার খারুনিত।
ম লুদিয়েনর ইক্য কলি
ভুল গরি তুলি রাঘেজ-তর
চুলনিত বানিনে।
ম ইদোদে সিজিগমত্যে সিন্দুরর
ইক্য ফুদ আগিচ্-তর
কবাল চন্দনত।
ম মনানর অহ্রান্যে নোনেয়ান
গুলিনে থোয় দিচ্-তর
কেয়্যের রঙফুদনিত।
মর বেয়াল জনম মরণ
ছিনিনে কাড়ি নিচ্-তর
বেগত্যুন বেঝ আওজে।

(৩৩)

মম অন্তর উদাসে
পল্লব মর্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে।
জোৎস্নাজড়িত, নিশা ঘুমে-জাগরণে-মিশা
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চল সুবাসে।
থাকিতে না দেয় ঘরে, কোথায় বাহির করে
সুন্দর সুদূরে কোন নন্দন-আকাশে।
অতীত দিনের পারে স্মরণসাগর-ধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন-আভাসে।

ভাঝ্ বদল —

ম চিত্তেন ফাত্তোভঙে
নুয়্যপাদা ঝবাদে তলপল্যে বোয়েরে।
জুনপহ্‌রে মিজেয়ে রেত্তো ঘুমে-জাক্যে-মিজেয়ে
লড়হড়ায় বেয়াল কার পেছ্যরতুম্বাচ্যান।
থেবাত্যে ন দে ঘরত, কুদু নিগিলেয় দে
দোল দূ-র লাঙেলে কন বাগিজের আগাজত।
বিদি যেয়্যে দিনুন সিদু ইদোদীদোর্য্যার -কায়
দুঘোর গুমরোর কন কাঁনানার-ঠারেঠুরে।

(৩৪)

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেন অফুট প্রদোষেন্দ্র
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের সুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে সে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

ভাঝ্ বদল —

যুগে যুগে পারাপাঙ মরে চেয়্যেদে তে।
তেয়্যাই য্যেন ম পধ হুরে রয়্যেদে বজি।
এচ্যে কিত্যে মর ইদোত উদের কখ্যে তারে চোঘ কুণোত
দেখ্যঙ্যে ঘনাত্যে সাঝন্যাত
তেয়্যাই য্যেন ম পধ হুরে রয়্যে বজি।
এচ্যে সে চানানরে গজি ল'না অহ্ব ফুদন্দি গীদে,
রেদোর মুয্যনর আন্ধারান খুলিব ইঙ্গিঁদে।
জুন পহ্রর সেই পহ্রানত দেঘা অহ্ব এক ঝিমিদে,
বেগ ঘোঙদা যেব দে উল্যেই।
তেয়্যাই য্যেন ম পধ হুরে রয়্যে বজি।

(৩৫)

যদি তোর ডাক না শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে সুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়
তবে পরান খুলে
ও তুই সুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও আভাগা
যদি ঝর বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে
তবে ব্রজানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলোরে।

ভাঝ্ বদল —

যুদি তর ডাক শুনি কিয়্যই এজ ন সলেন গায় যেবে দে।
গায় যেবেদে, গায় যেবেদে, গায় যেবেদে, গায় যেবেদে।
যুদি কিয়্যই কধা ন কন, ও রে ও আ-কবাল্যে,
যুদি বেগে থান্যে মু ফিরেইনে বেগর গরে ডর
সালেন পরান খুলি
ও তুই মু ফুদেয় তর মন কধা গায় কবে দে।
যুদি বেগে ফিরি যান, ওরে ও আ-কবাল্যে,
সালেন পধর কাদা
ও তুই রঙেয়্যে-রাঙা ঠেঙত্যলে গায় দলি বে।
যুদি পহ্‌র ন ফুদে, ওরে ও আ-কবাল্যে,
যুদি ঝর বাদলে আন্ধার রেদোত দুয়্যর বানন ঘরর
সালেন আগাজবাজে
নিজর বুক হড়াবো জ্বালেই নিনে গায় জ্বলিবে।

(৩৬)

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বয়ে
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কী জানি কিসেরেই লাগি প্রাণ করে হায়-হায়।

ভাঝ্ বদল —

ফুলে ফুলে লঙি লঙি বত্যে অহ্লে মিদে ব,
গাঙানে উঙুদো তুলি গঙেইনে আহ্দি যায়।
হুগিলে অহ্লে বা-বাত্যুন কুহু কুহু কুহু গায়
কী জেনি কিত্যেয়্য ভিলি পরান গরের হায়-হায়।

(৩৭)

আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখাধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোয় সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।।
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ বীণা ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান
তার নাই কো রাণী নাই কো ছন্দ নাই কোতান
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

ভাঝ্ বদল —

সদগর এই তামজাঙ্নালে ধোয় দেগোয়।
আমনরে লুগেয় থনা ধুল্যেয় ঢাগি ধোয় দেগোয়।।
যে নাকি মরে আজাগচ্যে ঘুমোর জালে
এচ্য এ বেন্যেগান লারে লারে তার কবালে
এ বেলঅ্ পহ্রে সোণার কাদি বাজেয় দুয্য।
পিত্থিমী চিদত্যুন ধেয়ে পহ্রে পাগল পোথ্যা আহ্ভা
সেই আহ্ভালোয় চিত্তেন মর লঙেয় দুয্য।।
এচ্যে বেগ জিনিজর খুজীর ঝলগায় ধোয় দেগোয়
মন কোণার বেগ কাজর-বিজোর ধোয় দেগোয়
ম পরান বীণা ঘুমোত আগে অমৃত গীদে।
তার নেই দ ভাঝ্ নেই দ ছন্দ নেই দ তান
তারে খুজীয়োনর এ জাগানা বাজেয় দুয্য।
পিত্থিমী চিদত্যুন ধেয়ো পরাণে পাগল গীদ আহভা।
সেই আহ্ভান্যোয় চিত্তেন মরে লঙেয় দুয্য।

(৩৮)

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবন কিরণে।।
বসিয়া আছ তুমি আপন মনে
স্বার্থ নিমগন কী কারনে?
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ তব তুচ্ছ মানি
প্রেমে ভরিয়া লহ শূণ্য জীবনে।।

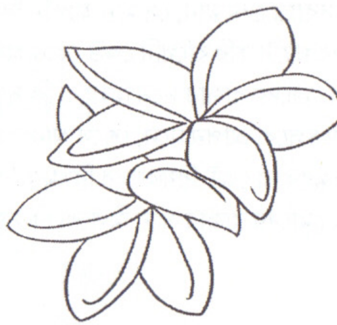

ভাঝ্ বদল —

খুজীরনালে বেই যার ভুবনত
দিনেরেদে কদ অমৃত রজে পেলাঙ বায়নিধুজী আগাজে।
পিয়্যেইনে বেলে চানে আজুল ভরিনে
তেগচ্যা ফদাঙটাঙ ক্ষয়নেয়্যে সদগে
নিত্য ভরন বজম জনম পহ্‌রে।।
বজিনে আগচ তুই আমন মনে
দরগারে ডুপ্যচ কী ওয়্যেদে?
চেরোফালা চানা রিনি চিত্তেন মেলিনে
খুদপারা দুঘেয়্য এক্কা বেজারে
পোচপেয় গজি ল বাগি জনমান।

(৩৯)

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি সত্ত্বে?
আমরা যা খুশী তাই করি তবু তার খুশীতেই চরি
আমরা নাই বাধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি সত্ত্বে?
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান
মোদের খাটো করি রাখেনি কেউ কোন অসত্যে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি সত্ত্বে?
আমরা চলবো আপন মনে, শেষে আনবো তারি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি সত্ত্বে?।।

ভাঝ্ বদল —

আমি বেগে রাজা আমা এই রাজার রাজত্বদ্
নলেন আমি রাজা লগে মিলিবঙ কুবন্যোয়?।
আমি যিয়েন খুজী সিয়্যান গরি তা খুজীত্যেয় চরি
আমি নয় বান্যে নয় কামালা রাজার থখরেয় খাদিয়ে
নলেন আমি রাজা লগে মিলিবঙ্ কুবন্যোয়?।
রাজা বেগরে দে মান, সে মনে আমনে ফিরি পায়
আমারে ফেল্যে গরি ন থয় কন ইয়্যেন মিঝে নয়
নলেন আমি রাজা লগে মিলিবঙ্ কুবন্যোয়?।
আমি চলিবঙ্ আমন ধগে, জেরে আনেবঙ্ তা পধে
আমি ন মরিবঙ্ এহ্নেবাদে গুমোর চককরে
নলেন আমি রাজা লগে মিলিবঙ কুবন্যোয়।।

(৪০)

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো
তুমি ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি চাই গো,
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস
যদি আর কারে ভালোবাসা, যদি আর ফিরে নাহি আস
তবে যাহা চাও তাহা যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাইগো,

ভাঝ্ বদল —

মর পরাণানে যিয়্যেন চায়, তুই সিয়্যেন দ
তুই বাদে আর এ জগদত মর কিয়োই নেই, কিছ্যু নেই দ
তুই সুখ যুদি নয়্য পাচ্, যা সুখরে তোগাগোয় যা না
মুই তরে পেয়্যঙ্যে চিত্তেন সেরে আর কিছ্যু নয়্য চাঙ্ দ,
মুই তর আহ্ভিলেজে থেম্যে লেবেদেয়, তর লগে থেম
দীঘোল দিন আ দীঘোল রেদোর,দীঘোল বারিজে মাহ্জ্
যুদি আর কিয়্যরে পোচপাচ, যুদি আর ফিরি নয়্য এজচ্
সালেন যিয়্যেন চাজ্, সিয়্যেন য্যেন পাচ, মুই যেদক দুখ পাঙ্ না।

(৪১)

আমরা দূর আকাশে নেশায় মাতাল ঘর ভোলা সব যত
বকুল বনের গন্ধে আকুল মৌমাছিদের মত।।
সূর্য ওঠার আগে মন আমাদের জাগে
বাতাস থেকে ভোর-বেলাকার সুর ধরি সব কত।।
কে দেয় রে হাতছানি
নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে, আভাস বুঝি জানি।।
পথ যে চলে বেঁকে বেঁকে অলখ পানে ডেকে ডেকে
ধরা যাবে যায় না তারি ব্যাকুল খোঁজেই রত।।

ভাঝ্ বদল —

আমি দুর আগাজে আমলে মাত্যল ঘরইরছে যিদুক্যুন
বকুল বনর তুম্বাজে ওল মু-পুগকুনো ধক্যান।
বেল উদিবের আগে মনানি আমার জাগে
বোয়েরত্যুন বেন-মাদানে সুর আহ্দেই বেগ কদ।।
কন্না দে আহ্দ ইজিরে
সোজমোনুনর মেঘে মেঘে মেহ্দ পেয় পারাপাঙ।।
পথানি যেয়্যে বেঙাহঙা রিবরিব গরি ডাগি ডাগি
লাগত যারে ন পায় তারে বেয়াল তোগানিত।।

(৪২)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্যকরো দহন-দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে।।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো
ব্যাথামেরে উঠবে জ্বলে উর্ধ্ব-পানে।।

ভাঝ্ বদল —

আগুনোর পরশমনি ছুঁয়েই পরাণে
এ জনম সিজি গর আঙি দানে।।
মর এ কেয়্যেগান তুলি লনা
তর সে কিয়াঙর চেরাগ পহ্‌রে
রেদেদিনে পহ্‌রর সদক জ্বলোক গীদে।।
আন্ধারর কেয়্যেয় কেয়্যেয় বাজেয় তরে
গদারেত ফুদদোক তারা নুঅ নুঅ
চোঘরোয় রেণানাত্যুত ঘুজিব আন্ধার
যুয়্যত পড়িব সিয়্যান দেবে পহ্‌র
দুঘ মর উদিব জ্বলি উজন্যা মোক্যা।

(৪৩)

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলারে ভাই, লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসাবে সাদা মেঘের ভেলারে ভাই লুকোচুরির খেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধুখেতে-উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা।
ওরে, যাবনা আজ ঘরেরে ভাই, যাবনা আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে আজ নেবরে লুট করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।

ভাঝ্ বদল —

এচ্যে ধানর ক্ষেদত রোদছাভাত পল্লাপল্লি খারাদে ভেই পল্লাপল্লি খারা
এইল আগাজে কন্না ভাজেল ধুব মেঘর ভুড় দে ভেই পল্লাপল্লির খারা।
এচ্যে ভঙরায় এরচ্যন মধুখানা উড়ি বেড়াদন পহ্‌র মাত্যলে
এচ্যে কিত্যে সালেন গাঙঅ্ চড়ত চোঘা-চোঘীর মেলা।
ও ন যেম এচ্যে ঘরত দে ভেই,ন যেম এচ্যে ঘরত।
ও আগাজ ভাঙি বারোরান এচ্যে নিমমে লুদিনে।
য্যেন জুয়রো পানি ফেনাচাগে বোয়েরে এচ্যে ছিদের
এচ্যে বীনে কামে বেইনে বাজি কাদিব গোদা মাদান।

(৪৪)

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী।।
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি সাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী।
আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গা
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী।

ভাঝ্ বদল —

মুই চিনঙ্ দচিনঙ্ তরে ও ভিনদেজী।
তুই থাচ্যে সিন্ধুপারত ও ভিনদেজী।
তরে দেখ্যঙ্যে শরদবেন্যে, তরে দেখঙ্যে মিদেয়ো রেদোত
তরে দেখ্যঙ্যে চিত্তেন-সেরে ও ভিনদেজী।
মুই আগাজে পাদিনে কান শুন্যঙে শুন্যঙে তরউয়্য গীদ
মুই তরে গজেয়ঙ্ পরাণান ও ভিনদেজী।
দুনিয়ে ভঙিনে জেরে মুই লুঙি নুঅ্ দেজত,
মুই গরবা তরউয়্য দুয়রত ও ভিনদেজী।

(৪৫)

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।।
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে
সন্ধ্যাপূজার ঘন্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বলবে এ জীবন
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।।
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ভোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে।
যখন পূজার থেমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা,
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
অস্তরবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।।

ভাঝ্ বদল —

মর বেগ দুঘর চেরাগ জ্বালি দিন্য গেলে গরিম কোজলি
মর দুঘর পূজো ন অহ্য় এব থুম।।
যেকেক বেল ডুবন্দি ছাভায় পেখ্যুন যান আমন ঘর মোক্যা
সাজন্যা পূজোর ঘন্দি যেকেক বাজে,
সেকেক আমন শেঝ চেরাগে জ্বলিব এ জনম
মর দুঘর পূজো ওই এব থুম।।
ভালোক দিনর সাগচ্যা কধা, বেয়াল গরি, লেম্বায় দুঘ-দরদে
মনানত উঠতিয়্যা এচ্যে ভরি।
যেকেক পূজোর ঘিয়্য আগুনে উদিবেক জ্বলি এগে এগে তারা,
আগাজ মোক্যা দুমুরি বাণ-ছিনি,
ডুবন্দি বেল ছবি লগে মিলিব যায় যুকেকাল
মর দুঘর পূজো যেব ওই থুম।।

(৪৬)

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানিনে, জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগেনা।
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে।
মেঘমল্লাকে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা-মন চায়
মনচায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে।।

ভাঝ্ বদল —

এচ্যে তেদের তেদের থেকন ন দিয়্যা বারিজে দিনত
কিজেনি, কিজেনি কিছ্যুত কিত্যে মনান ন বজে।
এ থিদনেয়্যো পান্যে বোয়ের-নালে পাগল্যে মেঘে মন চায়
মনানে চায় উই বগাবোর পথান নিবের চায়।
মেঘর বাচ্যেবারি সারা দিন্নবো
বাজে তামজাঙর গীদ
মন কারেয়্যে এচ্যে মাদান, পধ আহ্‌রেবার খারা-মন চায়
মনানে চায় চিত্তেনে জুরিদ কার জনমঋণে।।

(৪৭)

আমি ফিরব নাড়ে, ফিরব না আর, ফিরব নারে
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব নারে।।
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে, তাই খুঁটে আজ মরব ফিরে
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর, ঘিরব নারে।।
ঘাটের রাশি, গেছে কেটে, কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর, ছিঁড়ব নারে।।

ভাঝ্ বদল —

মুই ফিরতুঙ্ নয়দে, ফিরতুঙ নয় আর, ফিরতুঙ্ নয় দে
এযান আহ্ভার মুয়্যত ভাজিল 'ন' গান
কূলত ভিড়তুঙ নয় আর ভিড়তুঙ নয় দে।।
ছেট্টেরা ওয়্যে টানানি ছিনি, সে ভুলে এচ্যে মরিম নাকিদে
ইক্যে ভাঙা ঘরর ওঝচ্যে খাম্য থাম
বেড়ান বেড়তুঙ নয় আর, বেড়তুঙ নয় দে।
ঘাদর কাজি যেয়্যে কাবা, কানিম নাকি বুক ফাদিনে
ইক্কে পালর কাজি কোমরত বানি
এ কাজি ছিনদ নয় আর, ছিনদ নয় দে।।

(৪৮)

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ -বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।।
একতারাটি একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।।
এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
এ বাঁশি যে বাজে দূরে দূরে।
গানের লীলায় সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয় পারাবারে রাগরাগিনীর জাল ফেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মিলাতে?

ভাঝ্ বদল —

মর বেলান দ যায় সাঝ-মাদানে
তরউয়্য সুরে সুরে সুর মিলেদে।।
একতারাবো এককান তারলোয় গীদর নোনেয় বোয় ন পারে
তরউয়্য লগে হাক্কে হাক্কে ন জিনঙ্যে এ খারানিত
তরউয়্য সুরে সুরে সুর মিলেদে।
এ তার বান্যে কায় সুরে
উয়্যে বাজিবো বাজেত্যে দূরোত।
গীদর আয়ফায় সে কায়কুরে মিজদে কি বেগে পারন
দুনিয়েনর চিদর দোয্যা রাগ রাগিনীর জাল ফেলাদে
তরউয়্য সুরে সুরে সুর মিলেদে।।

(৪৯)

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জের আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।।

ভাঝ্ বদল —

আগে দুঘো, আগে মরণ, আহ্‌ভিলেজর জ্বালানা।
তুয়্য শান্দি, তুয়্য খুজী, তুয়্য অফুরন্দি জাগে।।
তুয়্য পরাণর নিত্যবোয়যানা, আহ্‌জে বেলান জুনোন তারা,
ফাগোনর ঘরে এজে বাবত্যা রাগে।
গুমুদো মিলেয় যায় গুমুদো উদে
ফুল ঝরিনে পড়ি ফুল ফুদে।
সেই ক্ষয়, নেই দ শেঝ, নেই নেই নেয়োরমাজারা
সিয়েন পুরেবার ঠেঙানিত মনে জাগা মাগে।।

(৪৮)

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ -বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।।
একতারাটি একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।।
এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
এ বাঁশি যে বাজে দূরে দূরে।
গানের লীলায় সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয় পারাবারে রাগরাগিনীর জাল ফেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মিলাতে?

ভাঝ্ বদল —

মর বেলান দ যায় সাঝ-মাদানে
তরউয়্য সুরে সুরে সুর মিলেদে।।
একতারাবো এককান তারলোয় গীদর নোনেয় বোয় ন পারে
তরউয়্য লগে হাক্কে হাক্কে ন জিনঙ্যে এ খারানিত
তরউয়্য সুরে সুরে সুর মিলেদে।
এ তার বান্যে কায় সুরে
উয়্যে বাজিবো বাজেত্যে দূরোত।
গীদর আয়ফায় সে কায়কুরে মিজদে কি বেগে পারন
দুনিয়েনর চিদর দোয়্যা রাগ রাগিনীর জাল ফেলাদে
তরউয়্য সুরে সুরে সুর মিলেদে।।

(৫১)

আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয় গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবার-বারে বারে
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃতশীল পমলাগি রে,
কোন্ রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে।।
কে সেমোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথারে,
ও সে আশায় জানি পাঠায় বাণী গানের চানে লুকিয়ে আয়ে বারে বারে।।

মুই কান পাদি থাঙ্ আমন চিদৎ নলুঙ্গ্যে দুয়্যারত হাকেক হাকেক
কোন গুবেয়থয়্যে কানানা আহ্জির বিজিরে কধা শুনিবেত্যে-হাকেক হাকেক
ভঙরা সিঁদু ওই বিদেচ্যে পলেয়্যে এহ্ল পদ্মবোত্যা দে,
কোন রেদর পেখ্য গাত্যে গায় গায় সমাচ্যাছাড়া আন্ধারমায় হাকেক হাকেক
কন্না তে মর কনে জানে, কিছ্যু দতার দেঘঙ্ পহ্রান।
কিছ্যু দ পাঙ কিয়্যেজ উরে, কিছ্যু তারে বুঝি ন পাচ্যে। —
সেরে সেরে তা খবরান ম ভাচ্যানিত পায় কি কধা দ,
ও তে দ মরে কোয়্য পাধায় কুনকুনোয় ম গীত্যুনত।
লুগেয়নে কাক্কে কাক্কে।

(৫২)

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
স্বপন দুয়ার খুলে এসো অরুণ- আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকলের তরে এসো আমার ঘরে।।
দুঃখসুখের দোলে এসো, প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে —
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ এসো বুকের পারে।।

আয় না আমা ঘরত।
নিগিলিনে আয়না তুই যে আগে চিদত।
স্ববন দুয়র খুলিনে আয় বেলর-সদগে
মনতপোচ্যে চোখে।
হাক্কন্যে ইজিরেত্যুন জনমত্যে ভিলি আয় আমা ঘরত
দুখে সুখে মিজিনে আয় পরাণ ধারোজে আয়না।
এলে আজার দেবঙশী দোক্যা ফাগোন বোয়েরে
বনর বেয়াল নিঝেজে—
ইক্কে ফুলর আল্যেঙ অ্ সাল আয়না বুগুত।।

(৫৩)

এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার ?
আমি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ?
কাহার অভিষেকের তরে সোণার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি হল আঁধার পার ?
বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা স্ত্র
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা ?
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে,
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার ?

এচ্যে দিন্য কন ঘরানত খুলি দিলে দুয়র ?
এচ্যে পোথ্যা বেল উদনা উজল অহ্ল কার ?
কারে গজে বাত্যে ভিলি সোণার ঘট্যোৎ পহ্র ফুট্যে
ধল পহ্রান কার সেববত্তালোয় আন্ধার অহল পার ?
বনে বনে ফুল ফুট্যন দুলের নুঅ পাদা
কা চিত্তেন ত ওই গেল সরা গাদানা ?
ভালোক দিনর লবার দরফ গজক গরি আনিল কার
কার জনমান পোথ্যা এচ্যে ঘুজের আন্ধারান

(৫৪)

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনি শ্বাসবায়ে মুমূর্ষরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দুর হয়ে যাক।।
যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুরু করে দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক।।

আয়, আয়, আয় না বৈজেখ।
বেলরনিঝেচ্‌বোয়নে মরনরে দে উড়েই,
বঝরর ফিগানি দুর ওই যোক।।
যোক পুরোন ইদোদি যোক বিদি-যেয়্যে গীত্যন,
চোখ পানি বোয়েরে রেণানাত মিলোক।
বুজি যোক অপেজা ফুরোক বঝকাল
....
আগুণেগাদিনে সিজি ওক পিত্থিমী
রজর ভিদচ্যে কজা ফাঙ গরি দে এইন্যায়
মেয়্যের কুয়্যজাল যোক দূরত যেকে।

(৫৫)

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গান গেয়েছিলেন জীর্ণ পাতা
ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূণ্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেন জীর্ণ পাত ঝরার বেলায়।
দিনের পথিক মনে রেখে আমি চলেছিলেন রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে ভেসেছিলেন ভাঙা
ভেলায়।
আমি যে গান গেয়েছিলেন জীর্ন পাতা ঝরার বেলায়।।

এ কধাগান মনত রাঘেচ, তোমা এই আহ্জি খারাত
মুইবো গীদ গেয়ঙ্যে মজেয়ো পাদা ঝরি পত্যে।
শুগুনো ঘাজর শলশল্যে বনত আমন মনে
এহ্লায় ফেলায় এহ্নে বাদে
মুইবো। গীদ গেয়ঙ্যে মজেয়্যে পাদা ঝরি পত্যে।
দিনর পথ্য মনত রাঘেজ্ মুই আহ্দঙত্যে রেদোত
সাজন্যেচেরাগ লোয়নে আহ্দত।
যেক্কে মরে উ-পারত্যুন গেল ডাগি ভাজঙত্যে ভাঙা
ভুড়ৎ।
মুইবো গীদ গেয়ঙ্যে মজেয়্যে পাদা ঝরি পত্যে।

(৫৬)

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম্।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়
বন্দে মাতরম্।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা- ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গঁ বক্ষে সহিব-হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দে মাতরম্।

এক সূদলোয় বান্যেয়দিয়্যা আজারান মন
এগি কাম্মোয় গজেয়েইদিয়্যা আজারান জনম
জুজু মা তরে।
এজোক আজার মানা বোক আগুনে-পানিয়ে
আমি আজার পরাণ থেবঙ বলপেয়্যে
জু জু মা তরে।
আমি ন ডরেবঙ্ বড় 'ব'-থুত্যেঝর
অগন্যে উঙুদো বুগুত সুয়াবঙ্ অ-ঈল্যে।
ছিনিলে ছিনোক এ হাক্কন্যে জনম
তুঅ্ ন ছিনিব এ গেট্টর বাণ
জু জু মা তরে।

(৫৭)

এখন আর দেরি নয়, ধর্‌গো তোরা হাতে হাতে ধর্‌গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ।
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দির যে
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য?
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার' পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্‌ গো।
আজ নিতে ও হবে, আজ দিতে ও হবে, দেরি কেন করিস্‌ তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্‌ গো।

ইক্কে আর দেরি নয়, ধর না তুমি আহ্‌দে আহ্‌দে ধর না।
এচ্যে আমন পধে ফিরে'পড়িব মুজুঙে মিলনী-স্বর্গ।
উয়ো উয়ো উঠ্যে, শঙ্খ বাজি, খুল্যন দুয়র কিয়্যঙানর
অক্ত হড়েই যেবার কাজাল্লি, ভেই, কুদু পূজোর যুক্কোল?
ইকেক যার যিয়্যেন আগে ঘরত সাজ পূজার থাল্য' উরে,
এগামনে এগাচিত্তে মঙ্গঁলঘট্টো ভর না।
এচ্যে নেযায়্য পরে, দিয়্য যা পরে, দেরি কিত্যে গরর সালে
বাজিবের অহ্‌লে বাজনা, মরিবের অহ্‌লে মর না।

(৫৮)

ও আমার দেশের মাটি তোমার' পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ওই শ্যামল বরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার' পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে?
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।
ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা
তবু জানিনে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিল ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।

ও মর দেজর মাদি তঅ্ সিদু মুই বাজাঙ্ মাধা
তর দ বজমপুদির, তত্যে দ বজমপুদিমার পেছ্য পাদা
তুই মিজেয়্যচ্ মর কেয়্যে লগে,
তুই মিজেয়্যচ্ মর পরাণে মনে
তর সে কালা ধগর নোনেয়্যে আরুগ চিদত্ ঘাচ্যে।
ও মা দো তঅ্ কড়ানত জনম মর, মরণ দ ত বুগত
তল্লোয় দ খারা মর দুখে সুখে।
তুই ভাত্যুন মুয়ত তুলি দিলে,
তুই ঠান্না পানিত জুড়েলে
তুই বেগসয্য-পারচ বেগ বোয্য-পারচ মাদোর মাদো
ওমা সাগচ্যে তর খেয়্যঙ্যে দ, সাগচ্যে লয়ঙ্যে মা
তুঅ্ খবর ন পাঙ কী দ তরে দুয়্যঙ্যে মা!
মর জনমান গেল এহ্নে বাদে,
মুই, কাদাঙর দিন ঘর সেরে
তুই আহ্ত্যে মরে বলান দোচ্যে বলরগোজেন

(৫৯)

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধেভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা।
ওগো নদী, চলার হেগে পাগল-পারো,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা
আমার চলা যায় না বলা-আলোর পানে প্রাণের চলা
আগাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা।

ও গাঙে, আমন গঙে পাগল-সান্যে
মুই ঝিমদিয়্যা চাম্বা গাঝর তুম্বাচভরা আমন্যেয়ে।
মুই তেগচ্যা ন-লচ্যে থাঙ মূরদ্ আহ্দি গুবেয় রাঘাঙ্
মরউয়্য চলা নুয়্য পাদায়, মরউয়া চলা ফুল-লাক্যা।
পধে পধে নিগিনিলে আমন-আহ্‌রা
মরউয়্য চলা কোয় ন পাচ্যে-পহ্‌র সিন্যি মন নেযানা
আগাজ বুঝে খুজীয়েন তার, বুঝে নিঝিরেদোর অলর তারা।

(৬০)

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস
যেন চলচঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর
মনে মনে
হেরো হেরো অবনীর রঙ্গঁ,
গগনের করে তপোভঙ্গঁ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে খনে খনে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, ফুলের না জানে পরিচয়রে
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে —
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।

ও ভেই, ফাগোন বাচ্যেদে বনে বনে —
ডেলায় ডেলায় ফুলে ফুলে পাদায় পাদায় দে,
আন্দলে আন্দলে কোণায় কোণায়।
রঙে রঙে রাঙেয়্যে আগাজ, গীদে গীদে বেগদ ইরি
য্যেন থিদ নেয়ো নুয়্য গজেয়ে-পাদানি লড়হরায় ম মনে
মনে।
নজিন্যে ন জিন্যে পিত্থিমীর ভেঙ্‌চি,
দেবাবোরে দে তবনা ভাঙি।
আহ্‌জির বারিয়ে তার নমাত্যে ন থায় আর
গঞেয় গঞেয় উদে অক্তে অক্তে।
বোয়েরান ধাবাদে ঝারজোগা, ফুলরে নজান্যে নচিন্যে
গরি দে।
সিয়্যানতে হাকেক হাকেক ঘরর বেক দুয়রে দুয়রে
তোগেয় ফিরত্যে গদে গদে।

(৬১)

কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে।।
কেমনে বর্নিব তোমার রচনা, কে মনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ তোমার মধুর প্রেমে।
তার নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূণ্যে ধাইছে —
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে।

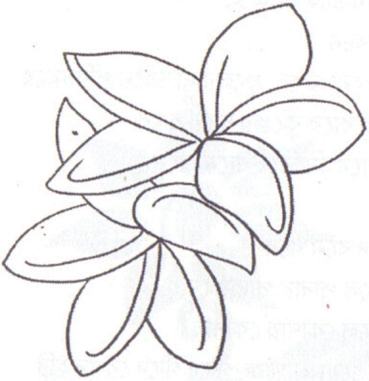

কি গেম মুই কি শুনেম এচ্যে উচ্চোরো সিজি
থানত।
আদাম্যাগুনরে আন্যঙ্গ্যে, ডাগি তরউয়া অমৃত নাঙে।।
কিঙিরি জগেয় দিম তরউয়া রজানা, কিঙিরি 'ক' না তরউয়া
নোনেয়োন,
কিঙিরি গলিব চিত্তেন পরাণ তরউয়া মিদেয়্যে পোচপানায়।
তঅ্ নাঙাননোয় চান্দ তারা নিধুজী কিত্যেদি ধাত্যে
রবিত্যুন গ্রহৎ ঝরি যার পোচপানা, গ্রহত্যুন গ্রহরে ঢাকেৎদে।
নিধুজী আগাজে এহ্লপদ্মবো তরউয়্য সদগে তেগচ্যা
পোতপোত্যে,
তরউয়্য অমৃত দোয়্যার-বুগত ভাজেত্যে অনসুরে।

(৬২)

কে যায় অমৃতধাম যাত্রী।
আজি এ গহন তিমিররাত্রি।
কাঁপে নভ জয়গানে।
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে।
ওগো রহো রহো, মোরে ডাগি লহো, কহো আশ্বাসবনি
যাব অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে।

কন্না যায় অমৃত ধামত যেয়্যে।
এচ্যে এ ঘুরঘুচ্যে আন্ধাররেদোত।
গিরগিরের দেবার জয়গীদে।
খুজীর রগুন কানত লুঙে, ঘুম চিত্তেনে আবাদা জাগে
রিণি চায় পধ কিত্যে।
ওই থাগ থাগ মরে ডাগিলনা, 'ক' না কধা দে
যেইম অনসুর লগে লগে
সুঘে দুঘে পীড়েপহ্‌লে দিনে রেদে
জিদেজিত্যে পরাণ্যোয়।

(৬৩)

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত!
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো।।
পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু —
পথের দুঃখে দিলেন তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।
আলসেতে বসেছিলেন আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমার কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে।
ওই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপান দুখে —
দাগ দিয়েছে মর্মে আমায় গো গভীর হৃদয়ক্ষত।।

কিত্যো চোখ পানিয়্যে ভিজেয় না ন দিলুঙ, শুগুনো ধুল্যে যদ!
কন্না কবারে এবেদে তুই দে, আলঙ্‌থেকেক গরি।
পার ওই এচ্যচ্যে মরু নেই দ সিদু গাঝছাভা —
পধতউয়া দুঘ দিলুঙ্‌ তরে দ এদক অভাগ্যত্যে।
ইজোরানত বজি এলুঙ্‌ মুই আমন ঘরর তলে
খবর ন পাঙ্‌ তর কদ পীড়ে উদিব ঠেঙে ঠেঙে
এ-সে পীড়েন মর বুগুত বাজি উদি গুবেয়্যে দুঘে
মনত কামাছ্যে পরাণছিনি মর দ গভীন চিদরঘাত।

(৬৪)

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে!
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোয় রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে।
সূর্য যখন অস্ত পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশষ-কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেণায় ফেনায় মিশে
আমি যায় ভেসে দূর দিশে —
পরীর দেশে বদ্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে।।

কোন কিত্যেত আহ্জি যেবার নেই মানা মনে মনে!
মেলি দিলুঙ্ গীদর সুরে দো-গানি মনে মনে।
লাঙেলর বাম পার ওই যাঙ পচ্যনে,
জাঙাল আহ্রেই ভালুদ্দুরোত মন ভাঝে
পারুলবনর চম্পারে মুই মেহ্দ পাঙ মনে মনে
বেলান যেক্কে ডুবে পড়ে আহ্লেয় মেঘে মেঘে আগাজে
ফুল তুলি।
সাত সাগরর ফেণায় ফেণায় মিজেয়
মুই যাঙ্ ভাজি দূর-মোক্যা —
পুরীর দেজত্ বান্যে দুয়রত লুঙিনে মনে মনে।

(৬৫)

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে,
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা সংকারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই —
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন অন্তত প্রাণ সাগরে আনন্দে ভাস।।

কন্ সদগে পরাণঅ্ চেরাগ জ্বালেয়নে তুই পিত্থমীত এজচ্ —
সাধক্যে বো, পোচপেয়ে বো,
পাগল্যো বো, পিত্থিমীত এজচ্।
এ অকূল সংসারত
দুঘর বারি তঅ্ পরাণত বীণা ঝন্‌ঝনত।
ঘুর বিপদঅ্- সেরে
কন মা-গুনর, মুয়র আহ্‌জি দেয়নে আজচ্।
তুই কারে তোগাচ্যে
বেগর সুঘে আগুন জ্বালি ভঙচ্যে কিত্যে।
এযান বেয়াল গরি
কন্না তরে কানায় যারে পোওজ উয্যপাচ্।
তর চিন্দে কিছ্যু নেই —
কন্না দ তর লগর সমার ভাবঙ মনত্ সিয়্যান।
তুই মরণ ইরি
কন থক্‌ন পেয়্যে পরাণ দোয্যাত খুজীয়ে ভাজচ্।

(৬৬)

ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যজি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই-যে হিয়া থারো থরো কাঁপে আজি এমন তরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু।
এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু,
পিছন-পানে তাকায় যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্র জ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু।

ওয়েচ্যে মরে ক্ষেমা গরনা গোজেন,
পধৎ যুদি পিজেদি পড়ঙ্ যেকেক।
এ-কেয়্যেগান থত্থচ্যে গিরগিচ্যে ওই কেদকেক
এ দুঘরে ক্ষেমা গর না, ক্ষেমা গরনা, ক্ষেমা গরনা গোজেন
এ নাদঙ্সা ক্ষেমা গরনা গোজেন
পিছ-ফিরিনে রেনঙ যুদি সেকেক।
দিনর ত-লোয় রোদেপরায় শুগোয় সরা
পূজোর থালত,
এ আমন্যে ক্ষেমা গরনা, ক্ষেমা গরনা, ক্ষেমা গরনা
গোজেন।

(৬৭)

চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়ায় বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে —
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।
নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী বাসর প্রদীপ জ্বালো।

চান্দর আহ্জি গদা ফাড়েয়ে ছিদি পড়ের পহর।
ও রজনীগন্ধা, তর তুম্বাচ্যানি ঢাল-না।
অথিদ আহ্ভায় বুঝি না পারে, ডাগদন্যে কুদু তারে —
ফুলর বনত যা সিদু যায় তারেই গম লাগে।
এহ্ল আগাজর কবালানত চনন লেবেদেয়্যে
বেত্যবনান জুরি আহ্চ্চুন দুয়া মেল্যন্যে এচ্যে।
পারিজাদর পাগড়ানিলোয় এ পিথিমী চানানে কি বিলেয়
ইন্দ্রপুরীর কন মিলেবো গোজেন চেরাগ ধরা।

(৬৮)

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমার ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোকনা এখন প্রাণের মেলা —
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণার গাহি রে।

চোখর পহ্‌রে দেখ্যঙ্গো চোঘর বারেদি।
আন্দু এচ্যে চেস্বে, যেকেক সদক ন থেব।
বজম যেকেক ন দুয়চ্ ধরা চিত্তেন সেকেক তল্লোয় ভত্তি,
ইকেক দ তর আমন পহ্‌রে তরে দেঘঙ্গো।
তরে নিনে খারাখয়্যঙ্ খারার ঘরানত।
খারার সিচ্চিক ভাঙি যেয়ে ঘুড়ন্যা ঝড়ে দে।
থোক্ না সালেন বানা খারা, ওক না ইকেক পরাণ মেলা —
তারর বীণা ভাঙি, চিদর বীণেয় গাঙ্গোদে।

(৬৯)

জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূবদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি —
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়।
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবনজয় গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা পড়ত্নাশা—
ক্রন্দন দব হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়।

জয় ওক, জয় ওক নুয়া বেল উদন্দি
পূগেদিধাক্য ওক ফটাঙটাঙ।
আয়না জিদিবের কধায় আমিজে ধুনি
শেঝগরি ডরানি, ধাবেয়নে মনে গরা।
আয় না নুয়াজাকেক পরাণ, উমোর গাবুরর জয়গীদ
আয় না মরণরজিত্যে আঝায়
থাদাররে নাঝ গরি—
কানানি ধেয় যোক, বানানি ওক ক্ষয়।

(৭০)

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো।
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে
দীনহীন মন।
দুয়ার খুলিয়া হে উদারনাথ, রাজসমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।

জনমান যেকেক শুগেয় যায় কানানি সুরে, আয় না
বেগ মিদেয়্যে লুগেয় যায় গীদসুধারজে আয়না
কাম যে কেকনে তরাতাঙচ্যে গুজুরি উদিনে ঢাগে চৌকিত্যে
চিত্তেন-কায়কুরে, ও জনমগোজেন, জুচ জুচ হুজে আয় না।
আমনরে যেকেক গরিনে মহ্‌দা কোণাত পড়ি থায়
নাদঙসারা মন
দুয়র খুলিনে ও দানীগোজেন রাজার সাজনে আয় না
আওজ যেকেক সাগচ্যে-ধুল্যেত ন দেখ্যে গরি
আঙালায় ভুলোন
ও সিজিয়েন, ও অঘুমো রোদর সদগে আয় না।

(৭১)

তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়ায় যখন গেয়ে গেয়ে।
তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সুরে বুকে বাজে,
সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ বিশ্বভূবন ছেয়ে ছেয়ে।
ফিরে ফিরে চিত্তবাণীর দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধরে তোমার আলো দুই আমারে লাগল ভালো
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে।

তুই খুজী থাক্ ম কিত্যে চেয় চেয়
তঅ্ উদনত বেড়াঙ্ যেকেক গেয় গেয়।
ত সিদু ঘাজানা ম ইদু সুরে সুরে বুগুত বাজে,
সে খুজিয়ান নাজায় ছন্দ গদা-দুনিয়েণ ঢাগি ঢাগি।
ফিরি ফিরি চিদর বীণাবো দে দে লাড়েয়।
কুনকুনেয় কুনকুনেয় দে তে সমত,
তঅ্ আন্ধার তঅ্ পহ্‌র দ্বোগান মত্যুন
লাগিল গম —
ম আহ্‌জি বেড়ায় ভাজি তঅ্ আহ্‌জি বো বোয় বোয়।

(৭২)

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চলছায়া মারে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম।

তুই থেবে অলরে চিত্তেনত মর
আন্ধারত গায় পুন্নিমানিঝিরেদো-সান।
ম জনম গাবুরান ম গোদা পিথিমীগান
তুই ভরেবে লোভীয়দে নিঝিরেদোর-সান।
জাগিবে গায় গরি তর নোনেয়্যে চোঘে,
তঅ পেছ্যরছাভানে মরে থেব ঢাগি।
মর দুঘঅ সাধা মর ইলওয়্যে স্ববন
তুই ভরিবে তুম্বাজে নিঝিরেদো সান।

(৭৩)

ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার আলোয় সকল ছবি;
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী—
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
ভুবনবীণার সকল সুরে
আমার হৃদয় পরাণ দাও-না পুরে।
দুঃখসুখের সকল হরষ, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ —
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি—
আমার হৃদয়-মাঝে দিক্-না আনি।

বজমজুচ্যে আজনান
মর চিত্তেন-সেরে বিঝেনা আনি।
রেদোর তারা, দিনর বেলা, আন্ধার পহ্‌রর বেগ ছাভাগুন,
তর আগাজ-ভত্তি বেক কধানি —
মর চিত্তেনত বিঝেনা আনি।
ভুবন বীণার বেগ সুরুনে
মর চিত্তেন-পরাণত দে-না উবেয়।
দুঘ সুঘর বেগ উচ্যনি, ফুলত ঘাজি, ঝড়তউয়া ঘাজি —
তর নোনেই ভালেদর ইরিদে পানি
মর পরাণ-সেরে দোক-না আনি।

(৭৪)

দুই হৃদয়ে নদী একত্র মিলিল যদি
বল, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলাতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজন চলিয়াছে।
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিলায় তোমার পায়।

দ্বিয়েন চিদর গাঙ দঝরে মিলি যুদি
'ক' না গোজেন, কা সিন্যি আওজে দুমুরি যায়।
মুজুঙে রয়েদে তার তঅ্ পোচপানার দোয্যাগান
তরউয়্য নিধুজি চিদে দ্বিয়েনে মিলিবের চায়।
সে এক ধারাজ গরি দ্বিজনে মিল্যাণ,
সে এগি উদিজে দ্বিজনে আহ্‌দদন।
পধথ থেবরক শদে শদ, আগাত্যা মোনুন কদক,
দ্বিয়েন-বলে এক ওই ভাঙি ফেলেবাক সিয়্যানি,
বেগ জেরে জনমর মহাযাত্রা থুম অহ্‌লে
তর মেয়্যের কড়ে য্যেন দ জাগা মিলে,
দ্বিয়েন চিদর-সুখ দ্বি-য়েন চিদর দুঘ
দ্বিয়েন চিদর আঝা মিলেয়দে তঅ ঠেঙত।

(৭৫)

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে।
গাইল কী গান সেই তা জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে—
বল দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে।
আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি'—
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।'
দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে—
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে।

দূরদেঝর সে রাখ্যল পুঅবো
ম ইজরোত বোধি ছাভাত গদা দিন্য খোয়গেল খারা।
গেল কী গীদ তে খবর পায়, সুর ব বাজের ম পরাণত—
কোয় 'চ'না তুমি কি তার কধার কিছ্যু উদিজ পেলা।
তে বানা কয়, আর কিছ্যু নয়, তঅ্ গওনার সরাবোদে।'
দ্যঙ যুদি, দ কী দাম দিবে যায় বেলান সিয়্যনে ভাবিভাবি—
ফিরি এইনে দেলুঙ্ ধুল্যাতবাজিবো তার যেয়্যে ফেলেয়।

(৭৬)

দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে।
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘদগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানে রে।
শুষ্ক কাননশাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে রে।
ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে রে।

দোত্যা আগুনো 'ত'-লোয়
চিত্তান তিরোজে বাচ্যেয়
রেত্তবো অঘুমো দীঘোল আঙ্যে দিন
সুঞ্জুগো মেহ্‌দ ন পেয়্যে।
শুগুনো বাগিজেডেলাত ওয়েচ্যে কোদরে ডগরে
নোনেয়্যে কোজলি গীদে।
ডর নেই, ডর নেই। আগাজ়েদি রয়্যঙ্ চেই।
জানা থুত্যা ধোক্যে গরি এইনে ভেদা দিবেগি
এক অক্তে উম উম পরাণে।

(৭৭)

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই থেক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক।
অশ্রু-আঁখি পরে, যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহচোখে
তবে তাই হোক।

দুঘর আন্ধারত যুদি জ্বলে ত মঙ্গঁল-চেরাগ
সালেন সিয়্যান ওক।
মরনান যুদি কায় আনে তর মরণনেইদে সিদু
সা লেন সিয়্যান ওক।
পূজোর চেরাগকোতর জ্বালেলে যুদি মর বারে দুখ
সালেন সিয়্যনে ওক
চোঘে-পানি পহ্‌লে যুদি ফুদি উদে তর নোনেয়চোঘ
সালেন সিয়্যান ওক।

(৭৮)

নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্‌বৃত অম্বর হে গম্ভীর !
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর।
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসব মন্দির হে গম্ভীর।
দহন শয়নে তপ্ত ধরনী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ—
নব অঙ্কুর জয় পতাকার ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর।

এহ্‌ল আগাজর ভূই ছাভাগান আহ্‌লসোয়্যে ভূয়্যর পানিত ওই বরেয়্যে
ঝারলক্ষ্মীর ঝিরঝিরেয় কেয়ো, তলপল্যে পরাণ—
ঝন্‌ঝনায় তার লড়হরায় বোদুনি ওই বরেয়্যে।
বারিজের গীদে ঢুলুমুলু বেগ গুমগুমোনির র-লোয়,
কদমবন নিমোন থিগদে খুজী ওয়্যে তুম্বাজে—
উচ্ছো ফুচ্ছো গদা খুজির মন্দির ওই বরেয়্যে !
আঙি যার বিছ্যন ত্যয় বজমপুদির পানির অহ্‌রানে
পাদেলাক তারে ইন্দ্রলোগত অমৃত পানি বাত্যেনে
মাদি ডরাচ্যে সিমেয় এজি এন্দি উন্দি উদের ফাদি
নুয়্য গজেয়্যে জয় নীজেনীর বুগুর ধরফরানি—
ছিনি যেয়্যে বেক বান্যে বানানি ওই বরেয়্যে !

(৭৯)

পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।
চেনাশোনার কোন বাইরে যেখানে পথ নাই নাইরে।
সেখানে অকারণে যায় ছুটে।
ঘরের মুখে আর কি রে কোনোদিন সে যাবে ফিরে।
যাবে না, যাবে না—
দেয়াল যত সব গেল ছুটে।
বৃষ্টির-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা কোন্ বল রামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে —
যত মাতাল জুটে।
যা না চাইবার তা আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।
পাবনা, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।

পাগল্যে আহ্‌ভার বারিজে-দিনত
তাবোল মনান মর জাগি উদে।
চিন্যে-শুন্যের কন বারেদি যিদু পথ নেই নেই দ
সিদু আবাদাচ্যে যায় ধাবাদি।
ঘর মুজুঙে আর কিত্যে কমলে তে যেব ফিরি
যেদ নয়, যেদ নয়—
ঘিরেগানি বেগ যেয়্যে ওহ্‌জরি।
ঝরর আমল্যের সাজ-মাদান কন বল রামর মুই চেলা
মর স্ববন ঘিরি নাজে মাত্যল্যেয়
যদ মত্যেল্যেয়।
যিয়্যেন ন চোবার সিয়্যেন এচ্যে চাঙ্যে
যিয়্যেন ন পেবার সিয়্যেন কুদু পেম্বোয়
পেদুঙ নয়, পেদুঙ নয়,
মরঙ নঅহ্‌বনকিছ্যু ঠেঙে মাধা খেলেয়।

(৮০)

পথে পথে ডেকেছিল মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, সাবসে কী করে?
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি—
সাড়া দাও, সাড়া দাও,আঁধারের ঘোরে।
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে—
মনে করি আছ কাছে, তবু ভয় হয়,পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

পধেদি যাদে ডাককেকাচ্যে মরে।
পিঝেদি প চ্যঙ্যে মুই, যেদুঙ কিঙিরি?
লুঙিল গভীন রেদ পধর মাজারা যেয়ে বুজি—
সমত দে, সমত দে, আন্দারর ঘুড়ত।
ডরাঙ দ, কায়কুরে ঘরন্দি যদ মুই যেদক যাঙ সেদক
যায় দূরত—
মনে গরঙ আগচ্ কায়, তুয়্য ডরাঙ দ, কায়কুরে
মুই আগঙ তুই নেই কালা পোথ্যাআমল্যে।

(৮১)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তরে বনবীথি কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুমি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্দে।

ফাগোনার নুয়্য খুজীয়্যে
গীত্যরে গাদেলুঙ্ ছন্দে ছন্দে
দিল তারে ঝরর সাজন, কুগিলের মিদে-গীদে,
ভরেয় দিল বকুল তুম্বাজে।
মাধবীর মিদেয়্যে মন্দর
রঙে রঙে রাঙেয়্যে দূর লাঙেল।
কথানি মর নিল তুলি মাদালর কড়িগুণে,
বানি দিল তা আহ্দঅ্ কুজিত।

(৮২)

ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও বাহিয়া বিফল বাসনা।
চিরদিন আছ দূরে অজানার মত নিভৃত অচেনা পুরে,
কাছে আস তবু আস না
বাহিয়া বিফল বাসনা।
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, বাহিরে চাহ না খুঁজিতে।
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহ প্রদীপে শিখারই মতে।
নয়নে তোমার উঠিছে জ্বলিয়া
নীরব কি সম্ভাবনা।

ফিরি যাচ কিত্যে ফিরি ফিরি যাচ্ বোয়নে নপুরেয়্যে
আওচ্যান।
জনম্মো আগচ্যে দূরোত খবরনপেয়ো অলর অচিনপুরত,
কায় এইনে তুয়্য ন এজচ্
বোয়নে নপুরেয়্যে আওচ্যান।
ন পারঙ তরে বুঝি উদি —
ভিদিরেদি কারে পেয়্যচ বারেদি ন চাচ্যে তগেবার।
ন কোয়্যে তর দুঘ যদককানি
আহ্‌ভিলেজচেরাগ-এ লেম্বাত্যে ধোক্যে
চোখ্যনত তর উঠতেদে ফুদি
অলর কী লগর কধানি।

(৮৩)

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হতে।
বাণী তার বুঝিনারে, ভরে মন বেদনাতে।
উদয়শৈলমূলে জীবনের কোন্ কুলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে।
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপন কায়া,
বেণু বলে কাঁপে ছায়া অলখ-চরণ-পাতে।

ফাগোনর পুন্নিমা এল কার চিদি আহ্দত্।
কথানি তার ন বুঝঙ্যে, ভরে মন দুঘে দ।
উদয়র ধুব ধুব তলাগান জনমর কন্ কুলত
এ কথানি উঠ্যেদে কমলে কন মিদেয়্যেরেদোত।
মাধবীর ফুলবোদুনি মনত উদে অনসুর
গজিবের ফুলসরা গাদানা ইদোদীর উকূলে।
বোয়েরানর কোন মেয়্যেয় ফিরে ভাবিন পাচ্যে,
বেণুবনত যখরায় ছাভানি নদেখ্যে-ঠেঙর-পাদায়।

(৮৪)

বরিষধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
উর্দ্ধমুখে নরনারী।।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম পাষাণহৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোশরি।

বারিজে বজম-বুগত শান্দির পানি
শুগেয়্যে চিত্তেন লোয় আগে থিয়েইনে
উজন্যা মোক্যা মানেয়্যুন।।
ন থায় আন্ধারান নয্য থায় মাক্যা পাপ
নয্য থায় দুঘর আহ্ভিজেচ্
চিত্তেন সিজি ওক পরাণান তাজা ওক
থেবরককানি দি বেগ পাধেয়।
কিত্যে এ ইংসে রিচ্য কিত্যে এ ছলঙ্ ধরানা,
কিত্যে এ মান আ বেজার।
বিলেয়নে বিলেয় পোচপানা পাঝান চিত্তেনিত্,
জয় জয় ওক তোমার।

(৮৫)

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী।
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি-যে কিছু চাহিনে, চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি-যে কিছু চাহিনে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব
ওই যে-হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী।

ভারি আঝা গরি এচ্যঙ্যে দ কায় ডাগি ল
ন ফিরেচ্ না মাদো।
নাদঙ্সারে কিয়্যই ন রেণন, তুই তারে রাঘেবে খবর পাঙ্।
আর মুই দ কিছ্যু ন চাঙ্যে, ঠেঙরতলে বজি থেম্যে।
আর মুই দ কিছু ন চাঙ্যে, মা-দো কোয়নে বানা ডাগিম্যে·
তুই ন রাঘেলে, ঘর আ পেম কুদু, কানি কানি কুদু বেড়েদুঙ্ —
উই সে পেয়ঙ্যে ঘুরঘুচ্যা আন্ধার ফুরিন পাচ্যে রেত্য।

(৮৬)

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধরে ঝরোঝরো ঝরো ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপনা তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা।

বারিজে-ফগিচ্যে বাজাত্যে দ একতারা—
গোদা মাদান ধরি ঝঝর ঝঝর বানা।
জাম বাগানত ধানর ক্ষেদত্ আসন তানে আমনে মাত্যল
নাজতে নাজতে অহ্‌ল সারা।
পাগেইনে জটবানি ঘনেয় আন্ধার আগাচ্যানত,
পাদায় পাদায় ঝণাৎ ঝনাৎ ঠেঙদ্‌খারুর মিদে র বো।
ঘর ছাড়িবের বেয়াল সুরে আহ্‌রেয়্যে মনে বেড়ায় ঘুরি
পূবর আহ্‌ভা ঘর আহ্‌রা।

(৮৭)

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি!
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি।
কেন জানি আপনা ভুলে বারেক হৃদয় যায়রে খুলে,
বারেক তারে ডাকি!
বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধণ।
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে আনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি?

দুনিয়ে-জুড়ি তেড়া পাত্যে কিঙিরি গত্যাঙ্ ফাগারা!
আধা ধরা পচ্যঙ্যেদ, আধা আগে বাগি।
কিত্যে কিজেনি আমনভুলে অনসুর চিত্তেন যায়দে খুলি,
অনসুর তারে ডাগি।
বারেদি মর সিল্মোন সান ধর ঢাগনি—
চিত্তেনত মর তত্যে ভিলি এককান কানানির থিদ্‌বী।
চিত্তেনে কয় তঅ কিত্যেদি থেব চেইনে একরিণি,
ন চায় কিত্যে চোখে?।

(৮৮)

বিশ্ব যখন নিদ্রাগমন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে—
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি, পাইনে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে।
জানিনে কোন বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন বেদনায় বুঝি না রে হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার।

দুনিয়ে যেকেক ঘুমেবেয়াল দেবাবোয়া আন্ধার
কন্না দেত্যে মর মনজ্বালা তারত এত্তমান ঝন্‌ঝনানি।
চোঘোর ঘুম নিল কাড়ি, উদি বচ্যাঙ্‌ বিছ্যন ছাড়ি—
মেলি চোখ্যুন চেয় রলঙ্যে, ন পেলুঙ দেঘা তার।
কুনকুনেয়নে কুনকুনেয়নে পরাণ উদে উদুরি
খবর ন পাঙ্‌ কন্‌ মত্যকধা বাজে বেয়াল সুরে।
কন্‌ দুঘে দ ন বুঝঙ্যে বুকভরা চোঘোপানি,
পিনেয় দিবের চায়দে কারে আমন গত্তনা হার।

(৮৯)

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ।
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ আসা ক্ষণে ক্ষণে
আঁধো-ঘুমের-প্রান্ত-সে-ছোঁওয়া বকুল মালার গন্ধ।
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ,
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলো কেশের স্পর্শ।
চাঁপাবনের কাঁপন-ছলে লাগে আমার বুকের তলে
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয় দোলার স্পন্দ।

বৈজেখ্যের এই পোথ্যো আহ্ভা এজে মিদে মিদে।
আনি দে মর মন কোণাত সে হুজোর তাল্য।
স্ববনশেঝর জানালাদি আবাদা এজানা অক্তে অক্তে
আত্তান্যে-ঘুমে-ধচ্যে-লগে বকুল ফুলসরা তুম্বাচ্
বৈজখ্যের এ পোথ্যে আহ্ভা বোয় যানা কিয়্যর খুজী,
য্যেন দ তে উড়ি-এচ্যে ঝেদেরা চুলত বাচ্যে
চাম্বাবনর গিরগিচ্যে-ছল বাজেত্যে মর বুগুত্তলে
আঁরেকদিন্যে বেন্যেত্যুন ধরি চিত্তেন দুলের ধগি।

(৯০)

ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি।
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে হলে।
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদা-হাসি।

পোজপাঙ্যে, পোজপোঙ্যে—
এ সুরর কায় দূরোর ডাঙায় পানিত বেইনে বাজি।
আগাজে কা বুগু সেরে উঙুদি উদে,
রিবরিবে কার কালা চোঘে চোঘো পানিয়ে যাত্যে ভাজি।
সেই সুরলোয় সাগরকূলত বানানি খুলি
থকনপেয়্যে কানানাগান উদুবেই উদে।
সে সুরলেয়ে বাজে মনত আ-বা-দাচ্যে
ফুরি-ফেল্যে গীদ কধা, বিদি যেয়্যে দিনর কানানা আহ্জি।

(৯১)

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা, হাহা, হা।
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোণ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা্ হাহা হা।
কেয়া-পাতার নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলে সঙ্গেঁ ধেণু চড়াব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাথব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি। আহা, হাহা, হা।

মেঘর কুলত রোদ আহ্জেল্লি ঝরান যেয়্যে ধেয়। আহা, হাহা, হা।
এচ্যে আমার সরান ও ভেই এচ্যে আমার সরান। আহা, হাহা, হা।
কি গরানা ভাবিন পাঙ, পত্থান আহ্রেই কোনবনত যাঙ্।
কোণ খলাবোত যে দুমুরি বেড়েই বেগ গুরলক মিঝি, আহা, হাহা, হা।
রেজি-পাদার ন বানেইনে সাজেয় তুলিম ফুল্লোয়—
তালর পোড়োত ভাজেয় দিন্যেয়, যেব দুলি দুলি
রাখ্যলের লগে সরমা, চরেম এচ্যে বেইনে বাজি
গুলিম কেয়্যেত ফুল রেণু চাম্বা বনত গচ্যেয়। আহা, হাহা, হা।

(৯২)

মেঘেরা চলে চলে যায় চাঁদেরে ডাকে 'আয়, আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ 'কোথায় কোথায়'।
না জানি কোথা চলিয়াছে, কী জানি কী যে সেখা আছে — ,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে অতি অতিদূরে, বুঝি রে কোন সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।

মেঘখানি আহ্‌দি আহ্‌দি যায়, চান্দরে ডাগে 'আয় আয়'।
ঘুমে ঘুমে কয় চান্দ 'কুদু কুদু'। —
কুদু যার উদিজ নেই, কি জেনি কি দ আগে সিদু,
আগাজরে চানানে চেরোপালা চায়।
লাঙেলে আর ভালুদ্দুরোত বুঝঙর দ কোন দেবপুরত
তারাগুনরে ঘিরি বজি বাজিবো বাজার।
মেঘখানি সিয়্যানে আহ্‌জি আহ্‌জি আগাজত বেড়ায় ভাজি ভাজি,
লুগেয়নে চান্দর আহ্‌জি চুর গরি যায়।

(৯৩)

রোদন ভরা এ বসন্ত সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর-বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে।
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পারিয়া নব পত্রালিকা,
সারাদিন -রজনী অনিমিঘা কার পথ চেয়ে জাগে।।
দক্ষিণসমীরে দূর গগনে একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত আবরণ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে ব্যাকুল কর হানি বারে বারে—
দেওয়া হল না যে আপনারে এই ব্যথা মনে জাগে।।

নোনেয়্যে ভরা এ বজন্দ বোনি, কোন অক্তে ন এযে পারাপাঙ্ এ আগে।
মর দুঘশাদা রাঙেল মাদালরদোকদোক্যে রাগে
ঝারঘরদুয়রে ঝারফুলে সাজি আগে
পিনিনে নুয়্য লদাপাদা,
গোদা দিন্য-রেত্তো থাদারে কার পধ চেয়নে জাগি
দক্ষিণ বোয়েরে দূর আগাজে গায় ওই আহ্‌ভিলেজে গাত্যে
পারাপাঙ।
ঝারবনত মর ফুদিবেরুন পাগেড়ানি মেলি নিগিলিদ চার।
মর এ চিত্তেন বান্যে দুয়র বেয়াল গর বাচ্যেয় হাকেক হাকেক
দিয়্যেন ন অহ্‌ল দ আমনতর এ দুখ্যন মনও জাগে।।

(৯৪)

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।।
বুঝি সময় হল এবার আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার—
পূর্ণিমা চাঁদ তুমি এলে।।
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে যাক সে নিবে, যাকসে নিবে—
যা আছে সব দিক সে ঢেলে।।

রেদে রেদে পহ্‌রর সদক থাঙ্যে জ্বালি
ঘর কোণাত আজন পাদি।
অহ্‌লে অক্ত ইকেক ম চেরাগকো নিভেয় দিবের—
পুন্নিমাচান্দ তুই এলে।।
এদক দিন তে এল তঅ পধ কায়
তরে চেবার আঝায়।
এচ্যে তা সুয়্যদ যে বাজিব যোক তে নিভেয়, যোক তে নিভেয়
যা আগে বেগ দোক তে ঢালি।।

(৯৫)

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইব না আর অন্তরালে।।
শূণ্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে।।

জুরো আহ্‌ভায় লাগিল নাজা কাদামালার ডেলায় ডেলায়।
পাদাগানি ঝিরঝিরেইনে ঝরেয় দিল তালে তালে।।
উড়েয় দিবের উচ্ছো তুলি নাদঙসারা গল্য জেরে,
সেকেক দ তার গুলো ধককান ন রল আর আন্দলেদি।।
নেয়্যে গরেয় ভরেয় দেনা যার যে খারা
তাত্যেয় দ থানা বজি গোদা-মাদান।
জুরো বার্জি থেগেয় থেগেয় যার পারাপাঙ
ডাক্যে ডাক্যে,
উড়োন ওবার মর এ এক্ত অহ্‌ব কখ্যে কন বেন্যেমায়।।

(৯৬)

শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লহ' সে অভিষেক ললাট' পারে।
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ।
ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা —
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।
'চল' যাত্রী, চল' দিনরাত্রি —
কর' অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হত্ত উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ —
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে ক' স্নান।

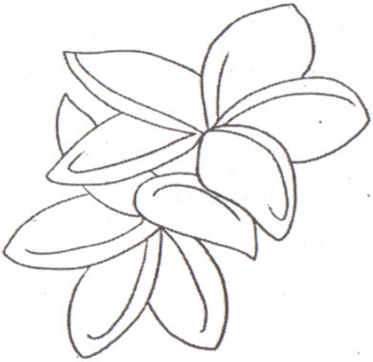

গম কামপধে ধচ্য' বলপেয়্যে গীদ।
বেক বলপচ্যে মনেগরা ওই যোক থুম।
উমোর-বলর গঙ্ নিত্য গঙায়
ল' না সিয়্যান গজকগরি কবাল'রে।
তুয়্য জগোক পহ্ন নুয়্য পরাণ।
ইরিবেরশবদ্ নেজ না গম ওবার,
থেবরক খেয় নেজ না শিক্ষে—
ওমি রে, মুজুঙোত দো না সম্মান।
দুঘ্‌খনেই ওক সালেন বেগত্যুন ডাঙর।
যেই পথ্য যেই দিনেরেদে—
ধচ্য' আমৃত লোকপধ, তোগানা।
ঝিমদিয়্যা আন্ধার ওই পার
ওয়েচ্যেরজাল গর ছিনেক-কুদুক—
দিন-শেঝে নওহ্‌ত্যে চিৎতোয়
মরণভুরে সিজিথানে ল না গাদি।

(৯৭)

শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে, হায়।।
তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি সঙ্গোপনে,
ধৈরজ যায় সে, টুটে, হায়।
যেমন বরষাধারায় অরণ্য আপনা হারায় বারে বারে
ঘন রস-আবরণে
তেমনি তোমার স্মৃতি ঢেকে ফেলে মোর গীতি
নিবিড় ধারে আনন্দ-বরিষনে, হায়।

শাওনোর আগাজর কেয়্যেত ঝিমিলেয় ঝিমিদেয় যায়।
অক্তে অক্তে রেদনিঝি উগুরি উদে, আহ্-য়।।
সিঙিরিতর কধানি চিদৎ ফুদি যায় লুগেয়নে,
ধৈজ্য যায় দ, ছিনি, আহ্-য়।
যিঙিরি বারিজেনালে গভীনঝারত নিজরে, আহ্রায় অনসুর
তালউদি আমনে ঢাগাযেয়
সিঙিরি তর ইদোদিয়ে ঢাগা যান ম গীত্তোন
গুছ্যোয়্যে গরি খুজির-ঝরানরে, আহ্য়।

(৯৮)

সবারে করি আহ্বান —
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ।
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবগীবনদান।
আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান।

বেগরে গরঙর ধারোজ —
এজ সিজি চিত্তোয় এজ খুজীর পরাণ।
চিত্তেন দেনা পাদি ইক্যনুর দিন আ রেদে
গরোক নুয়্য জনমদান।
আগাজে আগাজে বনে বনে তোমার সে মনে মনে
বিজেয়নে বিজেয়নে দিবে গীদ।
দোলর উয়া ঠেঙঅ্পীদতলে যিদু সিজিচেরাগ জ্বলে
সিদু পেবে থান।

(৯৯)

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো — আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা।
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি তার, বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিনু যে রাখী পরাণে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না।

সিন্যে দ্বিজনে দুল্যেয়দে বনত, ফুলোর দড়ি বান্যে দুলনান।
এই গঙেয়্যে কধা অক্তে অক্তে য্যেন জাগে মনত, ফুরি ন ফেলেচ্।
সিন্যে বোয়েরান এল খবর পাচ্ মর মনান পগল পা-গা-লা,
আগাজে আগাজে এল বিলিয়ে তঅ্ আহ্জিবো এল
যেদক্যে।
যাদে যাদে পধৎ পুন্নিমা রেদোত জুনোন উত্যে এল
আগাজত।
দেঘা ওয়েদে তল্লোয় মর কি জেনি কোন ওমা হেনত
ইকেক মর বেল নেই আর বুগিযানা গায় আহ্ভিলেচ্যান —
বানি দুয়্যঙ্ রাখি পরাণানত তর সে রাখি ন খুলিচ, ন খুলিচ।

(১০০)

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলের রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃস্বহায় যেন কভু না জানো
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়।

মনত নিনে থপ্য ওনা নিজরে এহ্‌লফেলা
নিধুকতুগো মঞ্জুগে ন ওয়্য শন্‌মরা।
মুক্ত গর ডর, আমন মনত বল্‌ গরিনে, নিজরে গর জয়।
দুর্বলরে রক্ষে গর, বজঙরে ধুনঅ্‌
নিজরে নেয়্যে নাদঙ্‌সা ভিলি মনতউয়্যন আন,
মুক্ত গর ডর, আমন' উরে ভর গরদে
অন্যগান ন ভাব্‌পো।
ধর্ম যেকেক শঙ্খ রলোয় গরিব ধারোচ্যান
ইঞ্জিব ওইনে তলেদি পড়ি পরাণে জিৎ গচ্য।
মুক্ত গর ডর, আরাঙো কামে আমন চিনান আগাত্যা
গরি দুয়্য।

(১০১)

স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি।
নয় তো সেথায় যাবার তরে; নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবি —
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি।
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ-ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়ায় গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে
যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি।

স্ববন পারত ডাক শুন্যঙ্গো, জাগি সিয়্যান দ ভাবঙ্ —
কনে কখ্যে তোগেয় কি পায় স্ববন দেঝ চাবি।
নয় দ সিদু, যানা তাত্যে, নয় কিছ্যু দ পানা তাত্যে
নেই কিছ্যু তার দাবি —
দুনিয়েত্যুন আহ্জি যেয়্যে স্ববনদেঝ চাবি।
চানা-পানা বুগু সেরে ন পেয়ো ফুল ফুদন,
থদমদ তুম্বাচ্যানে আগাজ ভরি উদে।
তোগাঙ্ যারে গীদ গেয়নে,পরাণ গভীন তলনেয়্যেদি
যে যেয়েদে জেরে
তেয়োই নিয়েদে চুর গরিনে স্ববনদেঝ চাবি।

(১০২)

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি।
এসেছিল নীরব রাতে বীণাখানি ছিল হাতে —
স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিনী।
জেগে দেখি দখিন-হাওয়া পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়, কাছে পেয়ে কাছে না পায়–
কে গো তার মালার পরশ বুকে লাগেনি।

তে দ কায় এইনে বাচ্যেগি, তুয়্য ন জাগঙ।
কী ঘুম পোথ্যে পেয়েদে কবালপুড়নি
এচ্যে দে। ঝিমেয়ে-রেদোত মনজ্বালাবো এল
আহ্‌দত–
স্ববন-লক্যে বাজেয় দি গেল গুমোর রাগিনী।
জাগিনে চাঙ্যে দঘিন বোয়ের পাগল সান্যে
তুম্বাচ্ তার ভাজি বেড়ার আন্ধার ভরেয়নে।
কিত্যে মর রেত্য যায়, কায় পেয়নেয্য কায় ন পাঙ্ —
কিত্যে যে তার ফুলসরাব বুক্যত ন বাজিল।

(১০৩)

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন আমরার বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে।
কার বিষাদের শিশিরনীরে এলে নাহিয়া।
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলনছলে রিবহ আনো।
চলেছ পথিক আলোকযানে আঁধার-পানে
মনভুলানো মোহনতানে গান গাহিয়া।

ও হাককন্যে গরবা বো,
এলে বেন্যমায় কারে চেয়নে
ঝচ্যে শেফালির পথান বেয়নে।
কোন্ নঝচ্যে তাজাফুলরে ফিরি ন চেয়নে।
কার নাঝত্যে শিরপানিয়ে এলে গাদিনে।
ও আরশাল্য, কি মেয়্যে জানচ,
মিলনিভানে আহ্‌ভিলেজ আনচ্।
যর দ পত্থ সদক মিলেদে আন্ধার সিন্যি
মন মজেবার বাজির তানে গীত্য গেয়নে।

(১০৪)

হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন-মনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এ নয়নকোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারাদিন গাঁথি গান কারে চাহে, গানে প্রাণ—
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে।

এহ্লাফেলা গোদাদিন্য কেদক্যে খারা আমন-মনত।
এই বোয়েরে ফুলতুম্বাজে মুয়্যন দ কার ইদোদ উদে।
চোঘো কায়দি বেড়ায় ভাজি ক-বারে দ কার আহ্জি,
দ্বি-বে ফুদ চোঘোপানি ফেলেয় যায় এ চোঘো কোণাত।
কন্ ছাভানত কন ঝিমদচ্যেয় দূরোত বাজার আমন্যে
বাজি।
মনে অহ্য় কার মনদুঘ কানিনে বেড়ার বাজির গীত্যোয়,
গোদা দিন্য গাঙ্যে গীদ কারে চায়দে, গায়দে —
পরাণে—
গাঝগুলর ছাভা দোক্যে বজি আগঙ
ফুলবনত।

(১০৫)

হে নবীনা,
প্রতিদিনের পথের ধূলায় যায় না চিনা।
শুনি বানী ভাসে বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।
স্বপনে দাও ধরা কী কৌতুকে ভরা।
কোন অলকার ফুলে মালা সাজাতে চুলে,
কোন্ অজানা সুরে বিজনে বাজাও বীণা।

ও নুয়্যবী
দিনমাগেনের পধর ধূল্যেয় ন যায় চিনে
শুনঙ্ কধানি ভাজে বজন্দবোয়েরে।
পৈলে জাগনোত দেলুঙ্ সোনার মেঘর মীলেয় যানা
স্ববনত ভেদা দো... ন্দ ধারোজ গরানা।
কন্ কবালচুলে ফুলমালা সাজানা চুলে,
কন ন-চিন্যে সুরে গায়ওই বাজানা বীণা।

(১০৬)

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাসে কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।।
ওগো, নির্জনে বকুল-শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক-কবরী খসিয়া খুলিছে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে, কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে –
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লির কাছেরে।।

চিত্তেনে মর দ নাজেত্তে ময়ূর দোক্যে নাজেত্তে।
শদ গজিবের আদিক-উচ্ছোয় মাড় দিয়্যেদে ধক দোল-ছিদের
মাক্যে পরাণে আগাজেদি চেয় খুজিয়ে নেযার পরেক্ষে।।
ওই, গায়গরি বকুল-ডেলাত দুলনত কন্যা দুলের, দুলেত্যে দুলের।
ঝরঝবেই ঝরঝরেই ঝরদন বকুল, আগাজ পেছ্য আহ্ত্তে
বেয়াল,
উড়িনে চুলনি ঢাগের ভঙানি-চুল ঝুদবো ওঝরি, পড়েত্যে
ঝরানে গুজুরিনে নুয়্যপাগোড়ানি, গিরগিরের ঝরর
সেরেয়্য র-লোয়
পাড়-ফাদি গাঙ ঝরঝরেয়ন্যায় লুঙ্যে আদাম কায়দি

(১০৭)

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে।।
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে,
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে।

সাগচ্যে কধা কয়্যঙ্যে কমলে তর কানে কানে
কদ নিঝি-আন্ধারে, কদ গুবেয়্যে গীদে গীদে।
সিয়্যানি কি তর মনত আগে পিজের গরিবেত্যে এলুঙ্যে কায়—
রেদোত বুগুসেরে তারা মিলেয়
আগন বেগ জাগাত।
ঘুম ভাঙিনে শুন্যঙ যক্যে চেরাক্য-মচ্যে মর জানালাদি
স্ববনত-পেয়্যে ঝর আহ্ভা ধাবাদি এজে অক্তে অক্তে
ঝরপরানার ঝরঝরানিত ঝাউবাগানত খজ খজানিত
ভিদে মাদির বাজে আবাদা সে কধা বেগ মনত এজে।

(১০৮)

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছ চেয়ে কাহার পথ-পানে।।
আকাশে ঐ কালোয় সোনায় শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার আলোয় কোন্ খেলা যে কে জানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে।
শুকনো পাতা ধূসর ঝরে, নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপন-হারা, পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চলে ওই অশ্রু-ভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে।

এজানা-যানার সেরেদিয়া
গায় আগচ্যে চেয়নে কাত্যে সিন্যি।
আগজত ঐ কালা সোনায় শাওন মেঘর কোণায় কোণায়
আন্ধার পহ্‌রর কন খারা কন্না খবরপায়
এজানা-যানার সেরেদিয্য।
শুগুনো পাদা ধূল্যেয় ঝরি, নুয়া পাদানি ডেলা ভরি।
সেরেদি তুই আমন-আহ্‌রা, ঠেঙঅ্ কায়দি পানি নালা
যাত্যে আহ্‌দি উয়ো চোঘোপানিয়ে কন্ গীদে
এজানা-যানার সেরেদিয্য।

(১০৯)

আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
সে কথা শুনায়েছি বারে বারে।
আমার পরাণে আজি যে বাণী উঠিছে বাজি
অবিরাম বর্ষণধারে।
করেন শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার।
সুরের সঙ্কেত বাজে পুঞ্জিত বেদনার।
স্বপ্নে যে বাণী মনে মনে ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে
কানে কানে গুঞ্জরিব তাই
বাদলের অন্ধকারে।

এচ্যে তরে আর চাঙ্যে শুনেবাত্যে
যে কধা শুনেয়্যঙ নিত্য নিত্য
মর পরাণানত এচ্যে যে কধা উঠ্যে ইদোদ
আ-থেকদিয়্যা ঝরলগে।
কিত্যে পিজের ন গরিচ্,জোব নেই তার
সুরর ইজিরে গরে কুড়েয়্যে দুখখানির।
স্ববনত যে কধা মনে মনে ডগরি উদে অক্তে অক্তে
কানে কানে কুনকুনেম সিয়্যানে
বারিজে আন্ধারত।

চিত্রা মল্লিকা চাক্‌মার জন্ম ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পুরানো উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাঞ্চনপুর মহকুমার দেওভ্যালী অঞ্চলের উপজাতি কলোনী গ্রামে। জন্মের তারিখ ২৮শে জানুয়ারী, ১৪ই মাঘ ১৯৫৮ ইং সন। পিতা শ্রী বব্রুবাহন চাকমা, মাতা শ্রীমতি চিকনবী চাক্‌মা। বর্তমানে কাঞ্চনপুর মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কার্যালয়ে সংস্কৃতি সহায়ক পদে নিযুক্ত।

ছোট বেলা থেকেই তিনি লোকসংস্কৃতি থিয়েটার, নাটক, এবং যাত্রাভিনয়ে এর সাথে যুক্ত। স্ব-রচিত চাক্‌মা গানের বই "পোথ্যা পেখো 'র'" এবং ঘুম পাড়ানি গানের সংরক্ষিত বই "ঔল" নামক দুটি বই ২০১১ সনে প্রকাশিত হয়।

বিজু নৃত্য যখন থেকে পুনরুদ্ধারের সৃষ্টি তখন থেকে নিজেকে বিজু নৃত্যে বিলিয়ে দেন এবং বিজু দল নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

বর্তমান কর্মজীবিকার পাশাপাশি ধর্ম, সাহিত্য সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে *State Level Bizu Mela Development Society* র, *Vice President* পদে নিযুক্ত থেকে ধুদুক কালচারেল অর্গানাইজেশন নামক সংস্থার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

চিত্রা মল্লিকা চাক্‌মা

ISBN : 978-81-927167-7-0